যোহন-রচিত সুসমাচার

বাণী-বন্দনা

১ আদিতে ছিলেন বাণী :
বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী,
বাণী ছিলেন ঈশ্বর।
২ আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরমুখী।
৩ সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল,
আর যা কিছু হয়েছে,
তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি।
৪ তাঁর মধ্যে ছিল জীবন,
আর সেই জীবন ছিল মানুষের আলো ;
৫ অন্ধকারে সেই আলোর উদ্ভাস,
অথচ অন্ধকার তা ধারণ করেনি !
৬ ঈশ্বর-প্রেরিত একজন মানুষ আবির্ভূত হলেন ;
তাঁর নাম যোহন ;
৭ তিনি এলেন সাক্ষ্য দিতে,
আলোরই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে,
যেন তাঁর দ্বারা সকলে বিশ্বাস করতে পারে।
৮ তিনি তো সেই আলো ছিলেন না,
আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেই তিনি ছিলেন।
৯ বাণীই ছিলেন সেই সত্যকার আলো,
যা জগতে এসে প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে।
১০ তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন,
আর জগৎ তাঁরই দ্বারা হয়েছিল,
অথচ জগৎ তাঁকে চিনল না।
১১ তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন,
অথচ তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না।
১২ কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ করল,
সেই সকলকে, তাঁর নামে বিশ্বাসী যারা,
তাদের তিনি ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন :
১৩ তারা রক্তগত জন্মে নয়,
মাংসের বাসনা থেকেও নয়,
পুরুষের বাসনা থেকেও নয়,

ঈশ্বর থেকেই সঞ্জাত।

১৪ এবং বাণী হলেন মাংস,
ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন।
আর আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম:
এমন গৌরব যা ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্রেরই সমুচিত গৌরব,
যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

১৫ তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে যোহন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁর সম্বন্ধে
বলেছিলাম: যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ ইনি আমার আগেও ছিলেন।'
১৬ সত্যিই আমরা সকলে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে লাভবান হয়েছি: লাভ করেছি অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ।
১৭ মোশী দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে।
১৮ ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার কোলে বিরাজমান, তিনিই তাঁর
প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সামনে দীক্ষাগুরু যোহনের সাক্ষ্যদান

১৯ এ হল যোহনের সাক্ষ্য, যখন যেরুসালেম থেকে ইহুদীরা তাঁর কাছে কয়েকজন যাজক ও
লেবীয়কে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে?' ২০ তিনি তখন স্বীকার করলেন, অস্বীকার
করলেন না; বরং স্বীকার করলেন যে, 'আমি খ্রীষ্ট নই।' ২১ তাই তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে
কী? আপনি কি এলিয়?' তিনি বললেন, 'না, আমি নই।' 'আপনি কি সেই নবী?' তিনি উত্তর
দিলেন, 'না।' ২২ তাই তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আপনি কে? যাঁরা আমাদের পাঠিয়েছেন, তাঁদের কাছে
আমাদের একটা উত্তর দিতে হবে। নিজের বিষয়ে আপনি কী বলেন?' ২৩ তিনি বললেন, 'নবী
ইসাইয়া যেমন বলেছিলেন,

আমি এমন একজনের কণ্ঠস্বর
যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,
প্রভুর জন্য পথ সরল কর।'

২৪ যাঁদের পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা ফরিসি ছিলেন। ২৫ তাঁরা আরও প্রশ্ন করে তাঁকে বললেন,
'আপনি যদি খ্রীষ্ট নন, এলিয় বা সেই নবীও নন, তবে কেন দীক্ষাস্নান সম্পাদন করেন?' ২৬ উত্তরে
যোহন তাঁদের বললেন, 'আমি জলে দীক্ষাস্নান সম্পাদন করি, কিন্তু আপনাদের মধ্যে এমন একজন
আছেন যাঁকে আপনারা জানেন না, ২৭ যিনি আমার পরেই আসছেন। আমি তাঁর জুতোর বাঁধন
খুলবার যোগ্য নই।' ২৮ এই সমস্ত ঘটেছিল যর্দন নদীর ওপারে, বেথানিয়াতে; সেইখানে যোহন
দীক্ষাস্নান সম্পাদন করতেন।

২৯ পরদিন তিনি যীশুকে নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, 'ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক,
জগতের পাপ যিনি হরণ করেন! ৩০ তাঁরই সম্বন্ধে বলেছিলাম: আমার পরে এমন একজন আসছেন,
যিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ আমার আগেও ছিলেন। ৩১ আমিও তাঁকে জানতাম না, কিন্তু
ইস্রায়েলের কাছে তিনি যেন প্রকাশিত হন, এজন্যই আমি এসে জলে দীক্ষাস্নান সম্পাদন করি।' ৩২

আর যোহন এই বলে সাক্ষ্য দিলেন, ‘আমি দেখেছি, আত্মা কপোতের মত স্বর্গ থেকে নেমে এসে
তাঁর উপর থাকলেন। ৩৩ আমিও তাঁকে জানতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে জলে দীক্ষাস্নান সম্পাদন
করতে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে বললেন, “যাঁর উপরে আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে,
তিনিই পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নান সম্পাদন করেন।” ৩৪ আর আমি দেখেছি, এবং এই সাক্ষ্য দিয়েছি
যে, ইনিই ঈশ্বরের সেই মনোনীতজন।’

যীশুর প্রথম শিষ্যেরা

৩৫ পরদিন যোহন ও তাঁর দু’জন শিষ্য আবার সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ৩৬ যীশু সেখান দিয়ে হেঁটে
বেড়াচ্ছিলেন; তাঁর দিকে তাকিয়ে যোহন বললেন, ‘ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক!’ ৩৭ তিনি এই যে
কথা বললেন, সেই দু’জন শিষ্য তা শুনে তাঁর অনুসরণ করলেন। ৩৮ যীশু ফিরে দাঁড়ালেন, এবং
সেই দু’জনকে তাঁর অনুসরণ করতে দেখে বললেন, ‘তোমরা কী অনুসন্ধান করছ?’ তাঁরা তাঁকে
বললেন, ‘রাব্বি (অর্থাৎ, গুরু), আপনি কোথায় বাস করেন?’ ৩৯ তিনি তাঁদের বললেন, ‘এসো,
দেখে যাবে।’ তাই তাঁরা গেলেন, ও দেখলেন, তিনি কোথায় বাস করেন, এবং সেই দিন তাঁর সঙ্গে
থাকলেন। তখন প্রায় বিকাল চারটে। ৪০ যে দু’জন শিষ্য যোহনের সেই কথা শুনে যীশুর অনুসরণ
করেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন সিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়। ৪১ তিনি প্রথমে তাঁর ভাই
সিমোনকে খুঁজে পেলেন; তাঁকে বললেন, ‘আমরা মসীহের সন্ধান পেয়েছি!’ মসীহ কথাটার অর্থ
হল খ্রীষ্ট। ৪২ তিনি তাঁকে যীশুর কাছে নিয়ে গেলেন। যীশু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তুমি তো
যোহনের ছেলে সিমোন; তুমি কেফাস নামে অভিহিত হবে।’ কেফাস কথাটার অর্থ শৈল।
৪৩ পরদিন তিনি গালিলেয়ায় যাবেন বলে স্থির করলেন; ফিলিপের দেখা পেয়ে যীশু তাঁকে
বললেন, ‘আমার অনুসরণ কর।’ ৪৪ ফিলিপ ছিলেন আন্দ্রিয় ও পিতরের একই শহর সেই
বেথ্‌সাইদার মানুষ। ৪৫ ফিলিপ নাথানায়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন; তাঁকে বললেন, ‘মোশী
বিধান-পুস্তকে যাঁর কথা লিখেছিলেন, নবীরাও যাঁর কথা লিখেছিলেন, আমরা তাঁর সন্ধান পেয়েছি:
তিনি যোসেফের ছেলে নাজারেথের সেই যীশু।’ ৪৬ নাথানায়েল তাঁকে বললেন, ‘নাজারেথ থেকে!
সেখান থেকে ভাল কিছু কি আসতে পারে?’ ফিলিপ তাঁকে বললেন, ‘এসো, দেখে যাও।’ ৪৭
নাথানায়েলকে তাঁর দিকে আসতে দেখে যীশু তাঁর সম্বন্ধে বললেন, ‘ওই দেখ, একজন প্রকৃত
ইস্রায়েলীয়, যার মধ্যে ছলনা নেই।’ ৪৮ নাথানায়েল তাঁকে বললেন, ‘আপনি কী করে আমাকে
চেনেন?’ উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, ‘ফিলিপ তোমাকে ডাকবার আগে, তুমি যখন সেই
ডুমুরগাছের তলায় ছিলে, আমি তোমাকে দেখলাম।’ ৪৯ নাথানায়েল উত্তর দিলেন, ‘রাব্বি, আপনি
ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইস্রায়েলের রাজা।’ ৫০ যীশু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, ‘সেই ডুমুরগাছের
তলায় তোমাকে দেখেছি, একথা বলেছি বিধায় তুমি কি বিশ্বাস কর? এর চেয়ে অনেক বড় কিছু
দেখতে পাবে!’ ৫১ তিনি বলে চললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা দেখতে পাবে,
স্বর্গলোক উন্মুক্ত, এবং ঈশ্বরের দূতেরা মানবপুত্রের উপরে উঠে যাচ্ছেন ও নেমে আসছেন।’

কানা গ্রামে সাধিত প্রথম চিহ্নকর্ম

২ তিন দিন পর গালিলেয়ার কানা গ্রামে এক বিবাহোৎসব হল। যীশুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
২ যীশু ও তাঁর শিষ্যেরাও উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ৩ আঙুররস ফুরিয়ে যাওয়ায় যীশুর মা তাঁকে

বললেন, ‘ওদের আঙুররস নেই।’ ৪ যীশু তাঁকে বললেন, ‘নারী, তুমি আমার কাছে কী চাও? আমার
ক্ষণ এখনও আসেনি।’ ৫ তাঁর মা চাকরদের বললেন, ‘উনি তোমাদের যা কিছু বলেন, তোমরা তা-ই
কর।’ ৬ ইহুদীদের প্রথা অনুসারে শুচীকরণের জন্য সেখানে পাথরের ছ’টা জালা রাখা ছিল,
প্রত্যেকটিতে দু’ তিন মণ জল ধরত। ৭ যীশু চাকরদের বললেন, ‘জালাগুলো জলে ভর্তি কর।’
তারা সেগুলোকে কানায় কানায় ভর্তি করে দিল। ৮ পরে তিনি তাদের বললেন, ‘এখন তোমরা
কিছুটা তুলে ভোজকর্তার কাছে নিয়ে যাও।’ তারা তাই করল। ৯ কিন্তু যখন ভোজকর্তা আঙুররসে
পরিণত সেই জল আস্বাদ করল—সে তো জানত না, তা কোথা থেকে এসেছে, কিন্তু যে চাকরেরা
জল তুলেছিল তারাই জানত—তখন বরকে ডেকে ১০ বলল, ‘সবাই প্রথমে ভাল আঙুররস
পরিবেশন করে, আর অতিথিরা বেশ কিছু খাওয়ার পরে কম ভালটা দেয়; আপনি কিন্তু ভাল
আঙুররস এখন পর্যন্তই রেখেছেন।’

১১ এ হল যীশুর চিহ্নকর্মগুলির প্রথম চিহ্নকর্ম: তা তিনি গালিলেয়ার কানা গ্রামে সাধন করলেন:
এতে নিজের গৌরব প্রকাশ করলেন, ও তাঁর শিষ্যেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলেন। ১২ তারপর
তিনি, তাঁর মা, তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর শিষ্যেরা কাফার্নাউমে নেমে গেলেন; কিন্তু সেখানে শুধু কিছু
দিন থাকলেন।

প্রথম পাস্কা-পর্ব

১৩ ইহুদীদের পাস্কা সন্নিকট ছিল, তাই যীশু যেরুসালেমে গেলেন। ১৪ মন্দিরের মধ্যে তিনি
দেখলেন, লোকে বলদ, মেষ ও পায়রা বিক্রি করছে, পোদ্দারেরাও সেখানে বসে আছে। ১৫ দড়ি
দিয়ে একগাছা চাবুক বানিয়ে তিনি তাদের সকলকে মন্দির থেকে বের করে দিলেন: বলদ ও মেষ
তাড়ালেন, পোদ্দারদের টাকা-কড়ি ছড়িয়ে তাদের টেবিল উল্টিয়ে দিলেন, ১৬ এবং যারা পায়রা
বিক্রি করছিল তাদের বললেন, ‘এখান থেকে ওই সমস্ত সরিয়ে নিয়ে যাও; আমার পিতার গৃহকে
একটা বাজারে পরিণত করো না।’ ১৭ তাঁর শিষ্যদের শাস্ত্রের এই বচন মনে পড়ল, ‘*তোমার গৃহের
প্রতি আগ্রহের আগুন আমাকে গ্রাস করবে।*’ ১৮ ইহুদীরা তখন তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘এই যা
আপনি করছেন, তার জন্য আমাদের কী চিহ্ন দেখাতে পারেন?’ ১৯ যীশু এই বলে তাঁদের উত্তর
দিলেন, ‘এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেলুন, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব।’ ২০ তখন
ইহুদীরা বলে উঠলেন, ‘এই পবিত্রধাম নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল, আর আপনি নাকি
তিন দিনের মধ্যে তা উত্তোলন করবেন?’ ২১ তিনি কিন্তু তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের কথাই
বলছিলেন। ২২ তাই যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে
পড়ল যে, তিনি এই কথা বলেছিলেন; এবং তাঁরা শাস্ত্রে ও যীশু যা বলেছিলেন, সেই কথায় বিশ্বাস
করলেন।

২৩ পাস্কাপর্ব উপলক্ষে তিনি যখন যেরুসালেমে ছিলেন, তখন যে সকল চিহ্নকর্ম সাধন করছিলেন,
তা দেখে অনেকে তাঁর নামে বিশ্বাস রাখল; ২৪ কিন্তু যীশু নিজে তাদের উপর আস্থা রাখতেন না,
কারণ তিনি সকলকে জানতেন; ২৫ তাছাড়া মানুষের বিষয়ে কারও সাক্ষ্যের প্রয়োজন তাঁর ছিল না:
মানুষের অন্তরে কী আছে, তা নিজেই জানতেন।

নিকোদেমের সঙ্গে যীশুর সংলাপ

৩ ফরিসিদের মধ্যে নিকোদেম নামে একজন ছিলেন; তিনি ছিলেন ইহুদীদের প্রধানদের একজন। ২
যীশুর কাছে রাতের বেলায় এসে তিনি তাঁকে বললেন, ‘রাব্বি, আমরা জানি, আপনি ঈশ্বর থেকে
আগত একজন ধর্মগুরু; কারণ আপনি যে সমস্ত চিহ্নকর্ম সাধন করেন, তা কেউই করতে পারে না,
যদি না ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে থাকেন।’ ৩ যীশু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, ‘আমি আপনাকে সত্যি
সত্যি বলছি, ঊর্ধ্বলোক থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পারে না।’ ৪ নিকোদেম
তাঁকে বললেন, ‘মানুষ বৃদ্ধ হলে কেমন করে জন্ম নিতে পারে? দ্বিতীয়বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে
জন্ম নেওয়া তার পক্ষে কি সম্ভব?’ ৫ যীশু উত্তর দিলেন, ‘আমি আপনাকে সত্যি সত্যি বলছি, জল ও
আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। ৬ মাংস থেকে যা জন্মায়,
তা মাংসই, আর আত্মা থেকে যা জন্মায় তা আত্মাই। ৭ আমি যে আপনাকে বললাম, ঊর্ধ্বলোক থেকে
আপনাদের জন্ম নিতে হবে, তাতে আপনি আশ্চর্য হবেন না। ৮ বাতাস যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই বয়ে
যায়; আপনি তার শব্দ শুনতে পান, কিন্তু কোথা থেকে আসছে আর কোথায়ই বা যায়, তা আপনি
জানেন না। তেমনি প্রত্যেকে যে আত্মা থেকে সঞ্জাত, তার ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই।’ ৯ নিকোদেম
প্রতিবাদ করে তাঁকে বললেন, ‘এই সমস্ত কেমন করে সম্ভব?’ ১০ যীশু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন,
‘আপনি ইস্রায়েলের ধর্মগুরু, অথচ এই সমস্ত বোঝেন না? ১১ আমি আপনাকে সত্যি সত্যি বলছি,
আমরা যা জানি, তা-ই বলি; যা দেখেছি, তারই বিষয়ে সাক্ষ্য দিই, কিন্তু আপনারা আমাদের সাক্ষ্য
মেনে নেন না। ১২ আমি আপনাদের কাছে পার্থিব বিষয়ে কথা বললে আপনারা যখন বিশ্বাস করেন
না, আমি স্বর্গীয় বিষয়ে কথা বললে আপনারা তখন কেমন করে বিশ্বাস করবেন?

১৩ আর স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি
মানবপুত্র। ১৪ এবং মোশী যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি
উত্তোলিত হতে হবে, ১৫ যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে। ১৬
কেননা ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে
কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে। ১৭ কেননা ঈশ্বর
জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা
পরিত্রাণ পেতে পারে। ১৮ তাঁর প্রতি যে বিশ্বাসী, তার বিচার হয় না; কিন্তু যে অবিশ্বাসী, তার বিচার
হয়েই গেছে, যেহেতু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের নামে বিশ্বাস করেনি। ১৯ আর এই তো সেই বিচার:
জগতের মধ্যে আলো আসা সত্ত্বেও মানুষ সেই আলোর চেয়ে অন্ধকার ভালবেসেছে, কেননা তাদের
কর্ম অসৎ ছিল। ২০ বাস্তবিক, যে অপকর্মের সাধক, সে আলোকে ঘৃণা করে, ও আলোর দিকে সে
আসে-ই না, পাছে তার কর্ম ব্যক্ত হয়; ২১ কিন্তু যে সত্যের সাধক, সে আলোর দিকে এগিয়ে আসে,
তার সমস্ত কর্ম যে ঈশ্বরে সাধিত তা যেন প্রকাশিত হয়।’

যোহন ও যীশু

২২ তারপর যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে যুদেয়া অঞ্চলে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁদের সঙ্গে
থাকলেন ও দীক্ষাস্নান সম্পাদন করলেন। ২৩ যোহনও সালিমের কাছে অবস্থিত আইনোনে দীক্ষাস্নান
সম্পাদন করছিলেন, কারণ সেখানে প্রচুর জল ছিল, এবং লোকে সেখানে যেত ও দীক্ষাস্নান গ্রহণ

করত। [২৪] কেননা যোহন তখনও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হননি। [২৫] তখন এমনটি ঘটল যে, শুচীকরণ সম্বন্ধে একজন ইহুদীর সঙ্গে যোহনের কয়েকজন শিষ্যের তর্ক হল; [২৬] তাই যোহনকে গিয়ে তারা বলল, 'রাব্বি, যর্দনের ওপারে যিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন, আপনি যাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, দেখুন, তিনি দীক্ষাস্নান সম্পাদন করছেন আর সকলে তাঁর কাছে যাচ্ছে।' [২৭] যোহন উত্তরে বললেন, 'মানুষ কিছুই পেতে পারে না, যদি না তা স্বর্গ থেকে দেওয়া হয়। [২৮] তোমরা নিজেরাই তো আমার সাক্ষী যে, আমি বলেছিলাম, আমি খ্রীষ্ট নই, কেবল তাঁর আগে আগে প্রেরিত। [২৯] কনেকে যে পায়, সে-ই বর; তবু বরের বন্ধু, যে সেখানে উপস্থিত ও তার কথা শোনে, সে বরের কণ্ঠস্বরে খুবই আনন্দ পায়। তাই আমার এই আনন্দ এখন পরিপূর্ণ। [৩০] তাঁকে উত্তরোত্তর বড় হতে হবে আর আমাকে উত্তরোত্তর ছোট হতে হবে।

[৩১] উর্ধ্বলোক থেকে যিনি আসেন, তিনি সবার ঊর্ধ্বে; পৃথিবী থেকে যে আসে, সে তো পার্থিব আর পার্থিব কথা বলে। স্বর্গ থেকে যিনি আসেন, তিনি সবার ঊর্ধ্বে। [৩২] তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন, সেবিষয়েই সাক্ষ্য দেন, অথচ তাঁর সাক্ষ্য কেউ মেনে নেয় না। [৩৩] কিন্তু যে কেউ তার সাক্ষ্য মেনে নেয়, সে সপ্রমাণ করে যে, ঈশ্বর সত্যবাদী; [৩৪] কারণ ঈশ্বর যাঁকে প্রেরণ করেছেন, তিনি ঈশ্বরেরই কথা বলেন, কেননা তিনি কোন সীমা না রেখেই আত্মাকে দান করে থাকেন। [৩৫] পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, ও তাঁর হাতে সমস্তই তুলে দিয়েছেন। [৩৬] পুত্রের প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে; অপর দিকে পুত্রের প্রতি যে অবিশ্বাসী, সে জীবন দেখতে পাবে না। কিন্তু তার উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে যাচ্ছে।'

সামারীয় নারীর সঙ্গে যীশুর সংলাপ

৪ যীশু যখন জানতে পারলেন, ফরিসিরা শুনতে পেয়েছিলেন যে তিনি যোহনের চেয়ে বেশি শিষ্য করেন ও দীক্ষাস্নাত করেন [২]—যদিও যীশু নিজে কাউকে দীক্ষাস্নাত করতেন না, তাঁর শিষ্যেরাই করতেন,—[৩] তখন তিনি যুদেয়া ছেড়ে আবার গালিলেয়ার দিকে চলে গেলেন। [৪] তাঁকে সামারিয়ার ভিতর দিয়েই যেতে হল। [৫] যেতে যেতে তিনি সিখার নামে সামারিয়ার একটা শহরে এলেন; যাকোব তাঁর সন্তান যোসেফকে যে জমিটা দিয়েছিলেন, সেই শহর তারই কাছাকাছি। [৬] যাকোবের কুয়োটা সেইখানে ছিল, আর যীশু যাত্রার জন্য ক্লান্ত হওয়ায় সেই কুয়োর ধারে বসে পড়লেন। তখন প্রায় বেলা বারোটা। [৭] সামারীয় একজন স্ত্রীলোক জল তুলতে এল; যীশু তাকে বললেন, 'আমাকে একটু জল খেতে দাও।' [৮] তাঁর শিষ্যেরা তখন খাবার কিনতে শহরে গিয়েছিলেন। [৯] সামারীয় স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'ইহুদী হয়ে আপনি কেমন করে সামারীয় স্ত্রীলোক এই আমারই কাছে জল চাইতে পারেন?' বাস্তবিকই সামারীয়দের সঙ্গে ইহুদীরা কোন মেলামেশাই করে না। [১০] উত্তরে যীশু তাকে বললেন, 'তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান আর কেইবা তোমাকে বলছেন, আমাকে একটু জল খেতে দাও, তাহলে তুমিই তাঁর কাছে চাইতে, আর তিনি তোমাকে জীবনময় জল দিতেন!' [১১] স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'প্রভু, জল তোলার মত আপনার কিছু নেই, আর কুয়োটা গভীর; আপনি কোথা থেকে সেই জীবনময় জল পাবেন? [১২] যিনি এই কুয়োটা আমাদের দিয়ে গেছিলেন, এর জল নিজেও খেয়েছিলেন আর যাঁর সন্তানেরা ও পশুপালও খেয়েছিল, আপনি কি আমাদের পিতৃপুরুষ সেই যাকোবের চেয়েও মহান?' [১৩] যীশু তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'যে কেউ এই জল খায়, তার

আবার তেষ্টা পাবে; ১৪ কিন্তু আমি যে জল দেব, সেই জল যে খাবে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে
না; আমি তাকে যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত
জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।' ১৫ স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'প্রভু, তেমন জল আমাকে দিন, আমার যেন
আর তেষ্টা না পায়, এখানে জল তুলতেও যেন আর আসতে না হয়।' ১৬ যীশু তাঁকে বললেন, 'যাও,
তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এখানে ফিরে এসো।' ১৭ স্ত্রীলোকটি উত্তরে তাঁকে বলল, 'আমার স্বামী
নেই।' যীশু তাঁকে বললেন, 'ঠিকই বলেছ, আমার স্বামী নেই; ১৮ কেননা তোমার পাঁচটা স্বামী
হয়েছিল আর এখন যার সঙ্গে আছ, সে তোমার স্বামী নয়। হ্যাঁ, তুমি সত্যকথা বলেছ।' ১৯
স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'প্রভু, দেখতে পাচ্ছি, আপনি একজন নবী। ২০ আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই
পর্বতে উপাসনা করতেন, আর আপনারা কিনা বলে থাকেন, উপাসনা করার স্থান যেরুসালেমেই
আছে।' ২১ যীশু তাঁকে বললেন, 'নারী, আমাকে বিশ্বাস কর, সেই ক্ষণ আসছে, যখন তোমরা পিতার
উপাসনা করবে এই পর্বতেও নয়, যেরুসালেমেও নয়। ২২ তোমরা যা জান না, তার উপাসনা করে
থাক; আমরা যা জানি, তারই উপাসনা করি, কেননা পরিত্রাণ ইহুদীদের মধ্য থেকেই আসে। ২৩
কিন্তু সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের
শরণেই পিতার উপাসনা করবে, কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন। ২৪ ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ,
এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়।' ২৫
স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমি জানি যে, খ্রীষ্ট বলে অভিহিত মসীহ আসছেন; তিনি যখন আসবেন, তখন
সমস্তই আমাদের জানাবেন।' ২৬ যীশু তাকে বললেন, 'আমি-ই আছি, এই আমি যে তোমার সঙ্গে
কথা বলছি।'

২৭ ঠিক এসময়ে তাঁর শিষ্যেরা ফিরে এলেন। তাঁকে একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে
তাঁরা আশ্চর্য হলেন, তবু কেউ জিজ্ঞাসা করলেন না, 'আপনি কী চাচ্ছেন?' বা 'ওর সঙ্গে কেন কথা
বলছেন?' ২৮ স্ত্রীলোকটি কলসিটা ফেলে রেখে শহরের দিকে চলে গেল আর লোকদের বলল, ২৯
'এসো, একজন মানুষকে দেখে যাও, জীবনে আমি যা কিছু করেছি, যিনি তা সবই আমাকে বলে
দিয়েছেন। হয় তো কি উনিই সেই খ্রীষ্ট?' ৩০ তারা শহর থেকে বেরিয়ে তাঁর কাছে যাবার জন্য
রওনা হল।

৩১ এদিকে শিষ্যেরা তাঁকে অনুরোধ করে বলছিলেন, 'রাব্বি, কিছুটা খেয়ে নিন।' ৩২ কিন্তু তিনি
তাঁদের বললেন, 'আমার এমন খাদ্য আছে, যার কথা তোমরা জান না।' ৩৩ তাই শিষ্যেরা এই বলে
নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, 'হয় তো কেউ কি তাঁকে খাবার এনে দিয়েছে?' ৩৪ যীশু তাঁদের
বললেন, 'যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করা ও তাঁর কাজ সম্পন্ন করাই আমার খাদ্য।
৩৫ তোমরা কি একথা বলে থাক না যে, আর চার মাস বাকি, তারপর ফসল হবে? দেখ, আমি
তোমাদের একটা কথা বলি: চোখ তুলে মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, ফসল কেমন সোনালী হয়ে কাটার
অপেক্ষায় আছে; ৩৬ এর মধ্যে ফসলকাটিয়ে মজুরি পাচ্ছে, ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ফসল সংগ্রহ
করে যাচ্ছে, যেন ফসলকাটিয়ে ও বীজবুনিয়ে দু'জনে একসঙ্গেই আনন্দ পায়। ৩৭ কেননা এক্ষেত্রে
প্রবাদটা যথার্থ হয়ে ওঠে, একজন বোনে, আর একজন কাটে। ৩৮ আমি তোমাদের এমন ফসল
কাটতে প্রেরণ করলাম, যার জন্য তোমরা শ্রম করনি; অপরেই শ্রম করেছে, আর তোমরা তাদের
শ্রমের ফল ভোগ করতে এসেছ।'

৩৯ সেই শহরের অনেক সামারীয় যীশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল স্ত্রীলোকটির এই সাক্ষ্যদানের
জন্য, ‘জীবনে আমি যা কিছু করেছি, তিনি তা সবই আমাকে বলে দিয়েছেন।’ ৪০ তাই সামারীয়
লোকেরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে তাদের সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করল, আর তিনি সেখানে দু’ দিন
থাকলেন। ৪১ আরও অনেকে তাঁর বাণীগুণেই বিশ্বাসী হল; ৪২ তারা স্ত্রীলোকটিকে বলছিল, ‘এখন
তোমার সেই সমস্ত কথার জন্য আর বিশ্বাস করি না। আমরা নিজেরাই শুনেছি, আর আমরা জানি
যে, তিনি সত্যিই জগতের ত্রাণকর্তা।’

কানা গ্রামে সাধিত দ্বিতীয় চিহ্নকর্ম

৪৩ সেই দু’ দিন পর তিনি সেখান থেকে গালিলেয়ার দিকে রওনা হলেন, ৪৪ কারণ যীশু নিজে
স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন যে, নবী নিজের দেশে সম্মান পান না। ৪৫ তিনি যখন গালিলেয়ায় এসে
পৌঁছলেন, তখন গালিলেয়ার লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল, কেননা পর্বের সময়ে তিনি
যেরুসালেমে যা কিছু সাধন করেছিলেন, তারা তা দেখেছিল, যেহেতু তারাও সেই উৎসবে যোগ
দিতে গিয়েছিল।

৪৬ তিনি গালিলেয়ার সেই কানা গ্রামে আবার গেলেন, যেখানে জল আঙুররসে পরিণত
করেছিলেন: সেখানে একজন রাজকর্মচারী ছিলেন, যাঁর ছেলে কাফার্নাউমে অসুস্থ ছিল। ৪৭ যীশু
যুদেয়া থেকে গালিলেয়ায় এসেছেন শুনে তিনি তাঁর কাছে এসে তাঁকে মিনতি করলেন, তিনি যেন
কাফার্নাউমে গিয়ে তাঁর ছেলেকে সুস্থ করেন, কারণ ছেলেটি মরণাপন্ন অবস্থায় ছিল। ৪৮ যীশু তাঁকে
বললেন, ‘চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ না দেখে তোমরা বিশ্বাস করবে না!’ ৪৯ রাজকর্মচারী তাঁকে
বললেন, ‘প্রভু, আমার ছেলেটি মরবার আগেই ওখানে চলুন।’ ৫০ যীশু তাঁকে বললেন, ‘বাড়ি যান,
আপনার ছেলে বেঁচে থাকবে।’ যীশু যা বললেন, লোকটি তা বিশ্বাস করে চলে গেলেন। ৫১ তিনি
পথে আছেন, সেসময় তাঁর দাসেরা তাঁর দেখা পেয়ে খবর জানাল যে, তাঁর ছেলে বেঁচে গেছে। ৫২
তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোন সময়ে ছেলেটি সুস্থ হতে লাগল। তারা তাঁকে বলল, ‘কাল
দুপুর একটায় তার জ্বর ছাড়ল।’ ৫৩ তখন পিতা বুঝতে পারলেন যে, ঠিক সেই সময়েই যীশু তাঁকে
বলেছিলেন, ‘আপনার ছেলে বেঁচে থাকবে।’ আর তিনি নিজে ও তাঁর সমস্ত পরিবার-পরিজনেরা
বিশ্বাসী হলেন। ৫৪ যুদেয়া থেকে গালিলেয়ায় ফিরে আসার পর, এটি হল যীশুর সাধিত দ্বিতীয়
চিহ্নকর্ম।

যেরুসালেমে একজন রোগীর সুস্থতা-লাভ

৫ এরপর ইহুদীদের এক পর্বের সময় এল, আর যীশু যেরুসালেমে গেলেন। ২ যেরুসালেমে
মেষ-জলকুণ্ডের কাছাকাছি একটা জলকুণ্ড আছে, হিব্রু ভাষায় যার নাম বেথ্‌সাথা; তার পাঁচটা
চাতাল আছে। ৩ সেই সব চাতালে বহু রোগী, অন্ধ, খোঁড়া আর পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষ ভিড় করে শুয়ে
থাকত। [৪] ৫ সেখানে একজন লোক ছিল যে আটত্রিশ বছর ধরে রোগে ভুগছিল। ৬ যখন যীশু তাকে
সেখানে শুয়ে থাকতে দেখলেন ও তার সেই বহুদিনের অসুখের কথা জানতে পারলেন, তখন তাকে
বললেন, ‘তুমি কি সুস্থ হতে চাও?’ ৭ রোগী উত্তরে তাঁকে বলল, ‘প্রভু, আমার এমন কেউ নেই যে,
জল কেঁপে উঠলেই আমাকে কুণ্ডে নামায়। আমি যেতে যেতেই অন্য কেউ আমার আগে নেমে
পড়ে।’ ৮ যীশু তাঁকে বললেন, ‘উত্থিত হও, তোমার মাদুর তুলে নাও আর হেঁটে চল।’ ৯ লোকটি

তখনই সুস্থ হয়ে উঠল, ও মাদুর তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল।
দিনটি ছিল সাব্বাৎ; ১০ তাই যাকে নিরাময় করা হয়েছিল, তাকে ইহুদীরা বললেন, 'আজ সাব্বাৎ
দিন, মাদুর তোলা তোমার পক্ষে বিধেয় নয়।' ১১ কিন্তু সে তাঁদের উত্তর দিল, 'যিনি আমাকে সুস্থ
করেছেন, তিনিই আমাকে বলেছেন, তোমার মাদুর তুলে নাও আর হেঁটে চল।' ১২ তাঁরা তাকে
জিজ্ঞাসা করলেন, 'যে তোমাকে বলেছে, মাদুর তুলে নাও আর হেঁটে চল, সেই লোকটা কে?' ১৩
কিন্তু যে সুস্থ হয়েছিল, সে জানত না, তিনি কে, কারণ সেই জায়গায় অনেক ভিড় থাকায় যীশু সরে
গেছিলেন। ১৪ কিছুক্ষণ পরে যীশু মন্দিরে তার দেখা পেয়ে তাকে বললেন, 'দেখ, তুমি সুস্থ হয়েছ;
আর পাপ করো না, পাছে তোমার আরও খারাপ কিছু ঘটে।' ১৫ লোকটি গিয়ে ইহুদীদের জানাল,
যীশুই তাকে সুস্থ করেছেন।

যীশুই জীবনদাতা ও বিচারকর্তা

১৬ এজন্যই ইহুদীরা যীশুকে নিপীড়ন করতে লাগলেন, কেননা তিনি সাব্বাৎ দিনে এই সমস্ত
করছিলেন। ১৭ যীশু প্রত্যুত্তরে তাঁদের বললেন, 'আমার পিতা এখনও কাজে রত আছেন, আর
আমিও কাজে রত আছি।' ১৮ এজন্যই ইহুদীরা আরও প্রবল ভাবে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা
করলেন, কারণ তিনি যে সাব্বাৎ দিন লঙ্ঘন করতেন, তা শুধু নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে নিজের পিতা
বলতেন ও নিজেকেই ঈশ্বরের সমান করতেন। ১৯ যীশু এই বলে তাঁদের উত্তর দিলেন, 'আমি
আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না; তিনি পিতাকে যা
করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন; কারণ তিনি যা কিছু করেন, পুত্রও তেমনি তা-ই করেন। ২০
কেননা পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, ও নিজে যা কিছু করেন, তা সমস্তই তাঁকে দেখান, এবং এর চেয়ে
মহত্তর কাজও তাঁকে দেখাবেন, যেন আপনারা আশ্চর্য হন। ২১ পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থিত করে
তাদের জীবন দান করেন, তেমনি পুত্র যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই জীবন দান করেন। ২২ কারণ
পিতা নিজে কারও বিচার না করে সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছেন, ২৩ যেন সকলে
যেমন পিতাকে সম্মান দিয়ে থাকে, তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে। পুত্রকে যে সম্মান করে না, যিনি
পুত্রকে পাঠিয়েছেন, সে সেই পিতাকেও সম্মান করে না। ২৪ আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে
আমার বাণী শোনে, ও যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে,
সে বিচারের সম্মুখীন হয় না, বরং সে মৃত্যু থেকে জীবনেই উত্তীর্ণ হয়েছে। ২৫ আমি আপনাদের
সত্যি সত্যি বলছি, সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এখনই উপস্থিত, যখন মৃতেরা ঈশ্বরপুত্রের
কণ্ঠস্বর শুনবে, এবং যারা তা শুনবে তারা জীবিত হবে। ২৬ কেননা পিতার যেমন নিজের মধ্যে
জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও নিজের মধ্যে জীবন রাখতে দিয়েছেন; ২৭ এবং তিনি তাঁকে
বিচার করার অধিকার দিয়েছেন, কারণ তিনি মানবপুত্র! ২৮ এতে আপনারা আশ্চর্য হবেন না, কারণ
সেই ক্ষণ আসছে, যখন যারা সমাধিতে রয়েছে, তারা সকলে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে কবর থেকে বের
হবে: ২৯ যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে জীবনের উদ্দেশে, কিন্তু যারা অসৎ কর্ম
করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে বিচারের উদ্দেশে। ৩০ নিজে থেকে আমি কিছুই করতে পারি না:
আমি যেমন শুনি তেমনি বিচারও করি, আর আমার বিচার ন্যায্য, কারণ আমি নিজের ইচ্ছা নয়,
যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করি।

৩১ নিজের বিষয়ে আমি যদি নিজে সাক্ষ্য দিই, তবে আমার সাক্ষ্য যথার্থ নয়। ৩২ অন্য একজনই
আছেন, যিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আর আমি জানি: আমার বিষয়ে তিনি যে সাক্ষ্য
দিচ্ছেন, সেই সাক্ষ্য যথার্থ। ৩৩ আপনারা যোহনের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন, আর তিনি সত্যের
পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। ৩৪ আমি যে মানুষেরই সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভর করি এমন নয়, কিন্তু এই
সমস্ত কথা বলি যেন আপনারা পরিত্রাণ পেতে পারেন। ৩৫ তিনি ছিলেন এক জ্বলন্ত ও দীপ্তিমান
প্রদীপ; আর তাঁর আলোতে আপনারা কেবল কিছুক্ষণ ধরেই উল্লাস করতে চেয়েছেন।
৩৬ কিন্তু যোহনের সাক্ষ্যদানের চেয়ে আমার মহত্তর সাক্ষ্যদান রয়েছে: যে কাজ সম্পাদনের ভার
পিতা আমার হাতে ন্যস্ত করেছেন, আমার দ্বারা সাধিত এই সমস্ত কাজই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে
যে, পিতাই আমাকে প্রেরণ করেছেন। ৩৭ তাছাড়া, পিতা নিজে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই
আমার বিষয়ে সাক্ষ্যদান করছেন; তাঁর কণ্ঠস্বর আপনারা কখনও শোনেননি, তাঁর চেহারাও কখনও
দেখেননি, ৩৮ তাঁর বাণীও আপনাদের অন্তরে স্থান পাচ্ছে না, কারণ তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন,
তাঁকে আপনারা বিশ্বাস করেন না। ৩৯ আপনারা তো তন্ন তন্ন করে শাস্ত্রের অনুসন্ধান করে থাকেন,
কারণ মনে করছেন, তার মধ্যেই অনন্ত জীবন পাবেন, কিন্তু এই সমস্ত শাস্ত্র আমারই বিষয়ে সাক্ষ্য
দিচ্ছে, ৪০ অথচ আপনারা জীবন পাবার জন্য আমার কাছে আসতে সম্মত নন।
৪১ মানুষের প্রশংসা আমি গ্রাহ্য করি না; ৪২ তাছাড়া আপনাদের জানি: আপনাদের অন্তরে
ঈশ্বর-প্রেম নেই। ৪৩ আমি আমার পিতার নামে এসেছি, তবু আপনারা আমাকে গ্রহণ করতে সম্মত
নন; অন্য কেউ নিজের নামে এলে তাকেই বরং গ্রহণ করবেন। ৪৪ আপনারা কেমন করেই বা
বিশ্বাস করতে পারেন, যখন পরস্পরের প্রশংসাই গ্রাহ্য ক'রে অনন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে যে প্রশংসা
আসে, তার অন্বেষণ করেন না? ৪৫ মনে করবেন না যে, পিতার কাছে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে
অভিযোগ আনব; বরং যাঁর উপরে আপনারা আশা রেখে আসছেন, সেই মোশী নিজেই আপনাদের
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন। ৪৬ কারণ আপনারা যদি মোশীকে বিশ্বাস করতেন, তবে আমাকেও
বিশ্বাস করতেন, যেহেতু তিনি আমারই বিষয়ে লিখেছিলেন। ৪৭ কিন্তু তিনি যা লিখলেন, তা যদি
আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে আমি যা বলছি, আপনারা কেমন করে তা বিশ্বাস করবেন?'

রুটির চিহ্ন

৬ এর পর যীশু গালিলেয়া-সাগরের, অর্থাৎ তিবেরিয়াস-সাগরের ওপারে গেলেন। ২ রোগীদের সুস্থ
করে তুলে তিনি যে সমস্ত চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন, তা দেখেছিল বিধায় বহু লোক তাঁর অনুসরণ
করছিল। ৩ কিন্তু যীশু পর্বতে উঠলেন আর সেখানে নিজ শিষ্যদের সঙ্গে বসলেন। ৪ ইহুদীদের
পাস্কাপর্ব সন্নিকট ছিল। ৫ চোখ তুলে যীশু যখন দেখতে পেলেন অনেক লোক তাঁর দিকে আসছে,
তখন ফিলিপকে বললেন, 'এই সমস্ত লোকদের খেতে দেবার জন্য আমরা কোথা থেকে রুটি
কিনতে পারব?' ৬ তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যই তিনি একথা বলেছিলেন, তিনি তো জানতেন, তিনি
কী করতে যাচ্ছিলেন। ৭ ফিলিপ তাঁকে উত্তর দিলেন, 'এদের প্রত্যেককে সামান্য কিছু দিতে হলে
দু'শো রুপোর টাকার রুটিতেও কুলোবে না।' ৮ তাঁর শিষ্যদের একজন, সিমোন পিতরের ভাই
আন্দ্রিয়, তাঁকে বললেন, ৯ 'এখানে একটি ছেলে আছে, তার কাছে পাঁচখানা যবের রুটি ও দু'টো
মাছ আছে; কিন্তু তাতে এত লোকের কী হবে?' ১০ যীশু বললেন, 'এদের বসিয়ে দাও।' সেখানে

প্রচুর ঘাস ছিল। লোকেরা বসে পড়ল, পুরুষদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক পাঁচ হাজার। ১১ তখন যীশু
সেই রুটি ক'খানা নিলেন, ও ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে, যারা সেখানে বসে ছিল, তাদের মধ্যে
তা বিতরণ করলেন; মাছ নিয়েও তা-ই করলেন—সকলে যতখানি চাইল, ততখানি দিলেন। ১২
সবাই তৃপ্ত হলে তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'পড়ে থাকা টুকরোগুলো জড় কর, কিছুই যেন নষ্ট
না হয়।' ১৩ তাই তাঁরা তা জড় করলেন, এবং সকলে খাওয়ার পরেও সেই পাঁচখানা যবের রুটি
থেকে পড়ে থাকা টুকরোগুলোতে তাঁরা বারোখানা ঝুড়ি ভর্তি করলেন।
১৪ যীশুর সাধিত এই চিহ্নকর্ম দেখে লোকেরা বলতে লাগল, 'ইনি সত্যিই সেই নবী, জগতে যিনি
আসছেন।' ১৫ যীশু যখন বুঝতে পারলেন যে, তারা তাঁকে রাজা করার অভিপ্রায়ে জোর করে ধরতে
আসছে, তখন একা আবার পর্বতে সরে গেলেন।

'আমিই আছি' বলে যীশুর আত্মপ্রকাশ

১৬ সন্ধ্যা হলে তাঁর শিষ্যেরা সাগর-তীরে নেমে গেলেন; ১৭ এবং নৌকায় উঠে সাগরের ওপারের
দিকে, কাফার্নাউমের দিকে, রওনা হলেন। ইতিমধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছিল, আর যীশু তখনও
তাঁদের কাছে আসেননি। ১৮ প্রবল বাতাস বয়ে যাওয়ায় সাগর ফুলে উঠছিল। ১৯ তাঁরা চার-পাঁচ
কিলোমিটার বেয়ে এসেছিলেন, এমন সময়ে দেখলেন, যীশু সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন,
নৌকার দিকেই আসছেন। তাঁরা ভয় পেলেন, ২০ কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'আমিই আছি! ভয়
করো না।' ২১ তাই তাঁরা তাঁকে নৌকায় তুলে নিতে চাইলেন, আর নৌকাটা তখনই গন্তব্য স্থানে
এসে ভিড়ল।

'জীবনের রুটি' বলে যীশুর আত্মপ্রকাশ

২২ পরদিন যে সমস্ত লোক তখনও সাগরের ওপারে থেকে গেছিল, তারা দেখল যে, একটামাত্র
নৌকা সেখানে রয়ে গেছিল, এবং যীশু সেই নৌকায় তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে ওঠেননি, কেবল শিষ্যেরাই
গিয়েছিলেন। ২৩ যেখানে প্রভু ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করার পর লোকে রুটি খেয়েছিল, সেই জায়গার
কাছে তখন অন্য কতগুলো নৌকা তিবেরিয়াস থেকে এসেছিল। ২৪ যীশু কিংবা তাঁর শিষ্যেরা
সেখানে আর কেউই ছিলেন না, লোকে তা বুঝতে পেরে সেই সব নৌকায় উঠে যীশুর অনুসন্ধানে
কাফার্নাউমে চলল। ২৫ তাঁকে সাগরের ওপারে খুঁজে পেয়ে তারা তাঁকে বলল, 'রাব্বি, এখানে কবে
এলেন?'
২৬ যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা চিহ্নগুলো
দেখেছ বলেই যে আমাকে খুঁজছ তা নয়, সেই রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছ বলেই আমাকে খুঁজছ। ২৭
নশ্বর খাদ্যের জন্য কাজ করো না, বরং সেই খাদ্যেরই জন্য কাজ কর, যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে
থেকে যায়, যা মানবপুত্রই তোমাদের দান করবেন; কারণ পিতা ঈশ্বর তাঁকেই নিজের মুদ্রাঙ্কনে
চিহ্নিত করেছেন।' ২৮ তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা যেন ঈশ্বরের কাজ করতে পারি,
তবে আমাদের কী করতে হবে?' ২৯ যীশু তাদের এই উত্তর দিলেন, 'তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন
তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা, এটিই ঈশ্বরের কাজ।'
৩০ তাই তারা তাঁকে বলল, 'আপনি এমন কী চিহ্নকর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন, যেন তা দেখতে
পেয়ে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি? আপনি কী কাজ সাধন করতে যাচ্ছেন? ৩১ আমাদের

পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, যেমনটি লেখা আছে, *তিনি স্বর্গ থেকে রুটি তাদের
খেতে দিলেন।*’ ৩২ যীশু তাদের বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি: মোশীই যে স্বর্গ
থেকে রুটি তোমাদের দান করেছেন তা নয়, আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যকার রুটি তোমাদের
দান করছেন; ৩৩ কারণ যে রুটি স্বর্গ থেকে নেমে আসে ও জগৎকে জীবন দান করে, সেটিই
ঈশ্বরের দেওয়া রুটি।’ ৩৪ তখন তারা তাঁকে বলল, ‘প্রভু, তেমন রুটি আমাদের সর্বদাই দান
করুন!’ ৩৫ যীশু তাদের বললেন, ‘আমিই সেই জীবন-রুটি: যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর
কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না।
৩৬ কিন্তু আমি তোমাদের বলেছি, তোমরা দেখেছ, অথচ এখনও বিশ্বাস কর না। ৩৭ পিতা আমাকে যা
কিছু দান করেন, তা আমার কাছে আসবে, এবং যে কেউ আমার কাছে আসে, তাকে আমি কখনও
ফিরিয়ে দেব না, ৩৮ কারণ আমার নিজের ইচ্ছা পালন করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই
ইচ্ছা পালন করতে আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি। ৩৯ আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা
এ: তিনি যা কিছু আমাকে দিয়েছেন, আমি তার কিছুই না হারিয়ে বরং সমস্তই যেন শেষ দিনে
পুনরুত্থিত করি। ৪০ এটিই আমার পিতার ইচ্ছা: যে কেউ পুত্রকে দেখে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে,
সে যেন অনন্ত জীবন পায়, এবং আমি যেন শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করি।’

৪১ তখন ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে গজগজ করতে লাগল, যেহেতু তিনি বলেছিলেন, আমিই সেই
রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে; ৪২ তারা বলছিল, ‘লোকটা কি যোসেফের ছেলে সেই যীশু নয়,
যার মাতাপিতাকে আমরা জানি? তাহলে সে কেমন করে বলতে পারে, আমি স্বর্গ থেকে নেমে
এসেছি?’

৪৩ উত্তরে যীশু তাদের একথা বললেন, ‘নিজেদের মধ্যে গজগজ করো না। ৪৪ পিতা, যিনি
আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না, আর তাকেই
আমি শেষ দিনে পুনরুত্থিত করব। ৪৫ নবীদের পুস্তকে লেখা আছে, *তারা সকলে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ
থেকে শিক্ষা পাবে।* যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনেছে ও শিক্ষা পেয়েছে, সে-ই আমার কাছে
আসে। ৪৬ কেউ যে পিতাকে দেখেছে, তা নয়, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত, কেবল তিনিই
পিতাকে দেখেছেন। ৪৭ আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন
পেয়ে গেছে।

৪৮ আমিই সেই জীবন-রুটি। ৪৯ তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, তবুও
তাঁরা মারা গেছেন। ৫০ এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পারে আর
মরে না যায়। ৫১ আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়,
তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—
জগতের জীবনের জন্য!’

৫২ এতে ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে তর্ক করতে লাগল; তারা বলছিল, ‘লোকটা কী করে তার
নিজের মাংসটা আমাদের খেতে দিতে পারে?’ ৫৩ যীশু তাদের বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি
সত্যি বলছি, তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের
অন্তরে কোন জীবন নেই। ৫৪ যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন
পেয়ে গেছে, আর আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব; ৫৫ কারণ আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য ও

আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়। ৫৬ যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে
বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি। ৫৭ যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ
করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত, সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত
থাকবে। ৫৮ এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে—পিতৃপুরুষেরা যা খেয়েছিলেন, এই রুটি
সেই রুটির মত নয়, তাঁরা তো মারা গেছেন; যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত
থাকবে।' ৫৯ এই সমস্ত কথা তিনি কাফার্নাউমে সমাজগৃহে উপদেশ দানকালে বলেছিলেন।

বিশ্বাস-সিদ্ধান্ত

৬০ এই উপদেশ শোনার পর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে বললেন, 'এ কথা কঠিন! তা কে
শুনতে পারে?' ৬১ কিন্তু যীশু মনে মনে জানতেন, তাঁর শিষ্যেরা নিজেদের মধ্যে এবিষয়ে গজগজ
করছিলেন; তাঁদের বললেন, 'এ কি তোমাদের স্খলনের কারণ? ৬২ তবে মানবপুত্র আগে যেখানে
ছিলেন, তোমরা যখন তাঁকে সেখানে আরোহণ করতে দেখবে, তখন কীবা বলবে? ৬৩ আত্মাই
জীবনদায়ী, মাংস কোন কাজের নয়। যে সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি, সেই কথাই আত্মা,
সেই কথাই জীবন। ৬৪ কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে না।'
কেননা যীশু প্রথম থেকেই জানতেন, কারা বিশ্বাসহীন এবং তাঁর প্রতি কে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।
৬৫ তিনি আরও বললেন, 'এজন্যই আমি তোমাদের বলেছি, কেউই আমার কাছে আসতে পারে না,
যদি পিতার কাছ থেকেই তাকে এমনটি দেওয়া না হয়।'
৬৬ এরপর থেকে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে পিছিয়ে পড়ে চলে গেলেন, তাঁর সঙ্গে আর যেতেন
না। ৬৭ তখন যীশু সেই বারোজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরাও কি চলে যেতে চাও?' ৬৮ সিমোন
পিতর তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা
আপনার কাছেই রয়েছে। ৬৯ আর আমরা বিশ্বাস করেছি, জানতেও পেরেছি, আপনিই ঈশ্বরের সেই
পবিত্রজন।' ৭০ উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, 'আমি কি তোমাদের, এই বারোজনকেই বেছে নিইনি?
তবু তোমাদের মধ্যে একজন একটা দিয়াবল।' ৭১ একথা তিনি সিমোন ইস্কারিয়োতের ছেলে যুদাকে
উদ্দেশ করে বলেছিলেন; এই যুদা—বারোজনের একজন—তিনিই তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা
করবেন।

যীশুর ভাইদের অবিশ্বাস

৭ তারপর যীশু গালিলেয়ায় ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল
বিধায় তিনি যুদেয়ায় চলাফেরা করতে চাচ্ছিলেন না।
২ ইহুদীদের পর্ণকুটির-পর্ব সন্নিকট ছিল; ৩ তাই তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বললেন, এখান থেকে
রওনা হয়ে তুমি বরং যুদেয়ায় চলে যাও, তুমি যে সমস্ত কাজ সাধন করছ, তোমার সেই শিষ্যেরাও
যেন তা দেখতে পায়। ৪ কেউ তো গোপনে কাজ করে না, সে যদি স্পষ্টই প্রকাশ পেতে ইচ্ছা করে।
তুমি যখন এই সমস্ত কাজ করে থাক, জগতের সামনেই নিজেকে প্রকাশ কর।' ৫ আসলে তাঁর
ভাইয়েরাও তাঁর প্রতি কোন বিশ্বাস রাখছিলেন না। ৬ যীশু তাঁদের বললেন, 'আমার সময় এখনও
আসেনি, কিন্তু তোমাদের সময় সর্বদাই উপস্থিত। ৭ জগৎ তোমাদের ঘৃণা করতে পারে না, কিন্তু
আমার প্রতি তার ঘৃণা আছে, কারণ আমি তার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, তার কর্ম অসৎ। ৮

তোমরাই পর্বের উৎসবে যাও, আমি এই পর্বে যাচ্ছি না, কারণ আমার সময় এখনও পূর্ণ হয়নি।’ [৯]
তাঁদের এই কথা বলে তিনি গালিলেয়ায় থেকে গেলেন। [১০] কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা পর্বে চলে যাওয়ার
পর তিনিও তখন—প্রকাশ্যে নয়, গোপনেই—সেখানে গেলেন।
[১১] পর্বের সময়ে ইহুদীরা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে বলছিল, ‘সে কোথায়?’ [১২] আর লোকদের মধ্যে
তাঁর বিষয়ে ফিস্ ফিস্ করে অনেক কথা বলাবলি হচ্ছিল; কেউ কেউ বলছিল, ‘তিনি সৎ লোক’;
আবার কেউ কেউ বলছিল, ‘তা নয়; সে লোকদের ভ্রষ্ট করে।’ [১৩] কিন্তু ইহুদীদের ভয়ে কেউ তাঁর
সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কথা বলত না।

পর্বকালে নানা উপদেশ

[১৪] পর্বকালের মাঝামাঝি সময়ে যীশু মন্দিরে গিয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। [১৫] ইহুদীরা আশ্চর্য
হয়ে বলছিল: ‘শিক্ষা-দীক্ষা না পেয়ে লোকটা কী করে শাস্ত্র বিষয়ে এত বিজ্ঞ?’ [১৬] উত্তরে যীশু
বললেন, ‘আমি যে শিক্ষা দিচ্ছি, তা আমার নয়; যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই। [১৭] কেউ তাঁর
ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছুক হলে, তবে সে জানতে পারবে, এই শিক্ষা ঈশ্বর থেকে এসেছে নাকি আমি
নিজে থেকে কথা বলি। [১৮] যে নিজে থেকে কথা বলে, সে নিজের গৌরবের অন্বেষণ করে; কিন্তু
তাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তাঁরই গৌরবের যে অন্বেষণ করে, সে সত্যাশ্রয়ী, তার মধ্যে মিথ্যা নেই।
[১৯] মোশী কি তোমাদের বিধান দিয়ে যাননি? অথচ তোমরা কেউই সেই বিধান পালন কর না। কেন
আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছ?’ [২০] সমবেত লোকেরা উত্তর দিল, ‘আপনাকে একটা অপদূতে
পেয়েছে! আপনাকে হত্যা করতে কে চেষ্টা করছে?’ [২১] উত্তরে যীশু তাদের বললেন, ‘আমি একটা
কাজ করেছিলাম, আর তোমরা সকলে আশ্চর্য হচ্ছ। [২২] মোশী পরিচ্ছেদন করার নির্দেশ দিয়েছেন—
অবশ্য এই প্রথার উৎপত্তি মোশীর কাছ থেকে নয়, পিতৃপুরুষদেরই কাছ থেকে—আর তোমরা
সাব্বাৎ দিনেও মানুষকে পরিচ্ছেদিত করে থাক। [২৩] মোশীর বিধান যেন লঙ্ঘন না হয়, তার জন্য
মানুষ যদি সাব্বাৎ দিনেও পরিচ্ছেদিত হয়, তবে আমি যে সাব্বাৎ দিনে একটি মানুষকে সর্বাঙ্গীণ
সুস্থ করে তুলেছি, তাতে আমার উপর তোমাদের এত ক্ষোভ কেন? [২৪] বাইরের চেহারা দেখে বিচার
না করে তোমরা বরং ন্যায় অনুসারেই বিচার কর!’
[২৫] তখন যেরুসালেমের কয়েকজন লোক বলতে লাগল, ‘এ কি সেই লোক নয়, যাকে তারা হত্যা
করতে চেষ্টা করছে? [২৬] দেখ, সে প্রকাশ্যেই কথা বলছে, আর তারা একে কিছুই বলছে না। তবে এ
যে সেই খ্রীষ্ট, সমাজনেতারা কি সত্যিই তা জানতে পেরেছেন? [২৭] কিন্তু এ যে কোথা থেকে এসেছে,
আমরা তা জানি; আর খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন, তখন কেউ জানতে পারবে না, তিনি কোথা
থেকে আসেন।’ [২৮] তাই যীশু মন্দিরে উপদেশ দিতে দিতে জোর গলায় বলে উঠলেন, ‘তোমরা
আমাকে জান বটে, আর আমি যে কোথা থেকে এসেছি, তাও জান। কিন্তু আমি নিজে থেকে
আসিনি, বরং সত্যকার যিনি, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন; তাঁকেই তোমরা জান না। [২৯] কিন্তু আমি
তাঁকে জানি, যেহেতু আমি তাঁরই কাছ থেকে আগত আর তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন।’ [৩০] তারা
তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ তাঁর গায়ে হাত দিল না, কারণ তাঁর ক্ষণ
তখনও উপস্থিত হয়নি। [৩১] তথাপি ভিড় করা লোকদের মধ্যে অনেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখল;
তারা বলছিল, ‘ইনি যে সমস্ত চিহ্নকর্ম সাধন করেছেন, খ্রীষ্ট যখন আসবেন, তখন তিনি কি তার

চেয়ে বেশিই করবেন?’
[৩২] ফরিসিরা তাঁর সম্বন্ধে লোকদের এই সমস্ত বলাবলি শুনতে পেলেন, তাই প্রধান যাজকেরা ও
ফরিসিরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এক দল প্রহরীকে পাঠালেন। [৩৩] তখন যীশু বললেন, ‘আমি কিছুকাল
তোমাদের সঙ্গে আছি, পরে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে ফিরে যাব। [৩৪] তোমরা আমাকে
খুঁজবে, কিন্তু আমার সন্ধান পাবে না; আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরা আসতে পার না।’ [৩৫]
তখন ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, ‘সে এমন কোথায় যাবার অভিপ্রায় করছে যে, আমরা
তাঁকে খুঁজে পাব না? সে কি গ্রীকদের মধ্যে সেই প্রবাসী ইহুদীদের কাছে গিয়ে গ্রীকদের ধর্মশিক্ষা
দিতে চায়? [৩৬] তোমরা আমাকে খুঁজবে, কিন্তু আমার সন্ধান পাবে না—এই যে কথা সে বলল, তার
অর্থ কী?’

জীবনময় জলের উৎস যীশু

[৩৭] পর্বের শেষ দিনে, অর্থাৎ উৎসবের প্রধান দিনে, যীশু দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘কেউ
যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক; [৩৮] যে আমার প্রতি বিশ্বাসী—শাস্ত্রে যেমন
লেখা আছে—*জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে।’* [৩৯] তিনি আত্মা সম্বন্ধেই
একথা বলেছিলেন, সেই যে আত্মাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষদের পাবার কথা; কারণ আত্মাকে
তখনও দেওয়া হয়নি, যেহেতু যীশু তখনও গৌরবান্বিত হননি।
[৪০] এই সকল কথা শুনে ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ বলতে লাগল, ‘ইনি সত্যিই সেই নবী!’ [৪১] কেউ
কেউ আবার বলল, ‘ইনিই সেই খ্রীষ্ট।’ কিন্তু কেউ কেউ বলল, ‘তবে খ্রীষ্ট কি গালিলেয়া থেকে
আসবেন? [৪২] শাস্ত্রে কি একথা নেই যে, খ্রীষ্ট দাউদের বংশধর; এবং দাউদের আদি বাসস্থান সেই
বেথলেহেম গ্রাম থেকেই তিনি আসবেন?’ [৪৩] এভাবে ভিড়ের মধ্যে তাঁর কথা নিয়ে মতভেদ দেখা
দিল।
[৪৪] তাদের কয়েকজন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইল, কিন্তু কেউই তাঁর গায়ে হাত দিল না। [৪৫] তখন
সেই প্রহরীরা প্রধান যাজকদের ও ফরিসিদের কাছে ফিরে গেল; তাঁরা ওদের বললেন, ‘তোমরা
তাকে আননি কেন?’ [৪৬] তারা উত্তর দিল, ‘উনি যেভাবে কথা বলেন, কোনও মানুষ কখনও সেভাবে
কথা বলেনি।’ [৪৭] তাতে ফরিসিরা তাদের বললেন, ‘তোমাদেরও ভ্রষ্ট করা হয়েছে নাকি? [৪৮]
সমাজনেতাদের মধ্যে কিংবা ফরিসিদের মধ্যে কেউ কি তাঁকে বিশ্বাস করেছেন? [৪৯] সেই সাধারণ
লোকেরা কিন্তু, যারা বিধান জানে না, তারা তো অভিশপ্ত!’ [৫০] নিকোদেম, যিনি আগে তাঁর কাছে
এসেছিলেন ও তাঁদের একজন ছিলেন, তাঁদের বললেন, [৫১] ‘কারও বক্তব্য আগে না শুনে ও সে যে
কী করে, তা না জেনে নিয়ে, আমাদের বিধান কি কোনও মানুষের বিচার করে?’ [৫২] তাঁরা এই বলে
তাঁকে উত্তর দিলেন, ‘আপনিও কি গালিলেয়ার মানুষ নাকি? অনুসন্ধান করুন! দেখবেন, গালিলেয়া
থেকে কোন নবীর আবির্ভূত হওয়ার কথা নয়।’

ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক

[৫৩] তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেল,
৮ কিন্তু যীশু জৈতুন পর্বতে গেলেন। [২] ভোরবেলায় তিনি আবার মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন, আর
সমস্ত জনগণ তাঁর কাছে আসতে লাগল; তিনি সেখানে আসন নিয়ে তাঁদের উপদেশ দিতেন। [৩]

শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা একজন স্ত্রীলোককে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন, যাকে ব্যভিচারের ব্যাপারে ধরা
হয়েছিল। তাকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে ৪ তাঁরা তাঁকে বললেন, 'গুরু, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার
করার সময়ে ধরা পড়েছে; ৫ এবং বিধানে মোশী আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, এই ধরনের মেয়েদের
পাথর ছুড়ে মারা হবে। তবে আপনি কী বলেন?' ৬ তাঁকে যাচাই করার জন্যই তো তাঁরা একথা
বলেছিলেন, যেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার মত কোন একটা সূত্র পেতে পারেন। কিন্তু যীশু
নিচু হয়ে মাটিতে আঙুল দিয়ে লিখতে লাগলেন। ৭ আর যেহেতু তাঁরা কথাটা বারবার জিজ্ঞাসা
করছিলেন, সেজন্য তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের বললেন, 'আপনাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ,
তিনি-ই প্রথমে একে পাথর ছুড়ে মারুন।' ৮ আবার নিচু হয়ে তিনি আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে
লাগলেন। ৯ তাঁর একথা শুনে তাঁরা বৃদ্ধ থেকে শুরু করে শেষজন পর্যন্ত একে একে চলে গেলেন।
তখন মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির সঙ্গে কেবল যীশু একা রইলেন। ১০ যীশু মাথা তুলে তাকে
বললেন, 'নারী, ওঁরা কোথায়? কেউ কি তোমাকে দণ্ডিত করেনি?' ১১ সে বলল, 'না, প্রভু, কেউ
করেনি।' আর যীশু বললেন, 'আমিও তোমাকে দণ্ডিত করব না। এবার যাও; এখন থেকে আর
পাপ করো না।'

যীশুই জগতের আলো

১২ আবার যীশু তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আমিই জগতের আলো: যে আমার অনুসরণ করে,
সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে।' ১৩ তাতে ফরিসিরা তাঁকে বললেন, 'আপনি
নিজের বিষয়ে নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন; আপনার সাক্ষ্য যথার্থ নয়।' ১৪ যীশু তাঁদের উত্তর দিলেন,
'যদিও আমি নিজের বিষয়ে নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, তবু আমার সাক্ষ্য যথার্থ, কারণ আমি জানি কোথা
থেকে এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি, কিন্তু আপনারাই জানেন না আমি কোথা থেকে আগত আর
কোথায় যাচ্ছি। ১৫ আপনাদের বিচার মাংস অনুসারেই বিচার; আমি কারও বিচার করি না, ১৬ আর
যদিও বা বিচার করি, আমার বিচার যথার্থ, কারণ আমি একা নই: যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি
আমার সঙ্গে আছেন। ১৭ আপনাদের বিধানে লেখা আছে যে, দু'জনের সাক্ষ্য যথার্থ সাক্ষ্য। ১৮ আমি
নিজের বিষয়ে নিজেই সাক্ষ্য দিই, আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই পিতাও আমার বিষয়ে
সাক্ষ্য দেন।' ১৯ তাই তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আপনার পিতা কোথায়?' যীশু উত্তর দিলেন, 'আপনারা
আমাকেও জানেন না, আমার পিতাকেও জানেন না। যদি আমাকে জানতেন, তবে আমার
পিতাকেও জানতেন।' ২০ মন্দিরে উপদেশ দানকালে যীশু কোষাগার-মহলে এই সমস্ত কথা
বলেছিলেন। কেউ তাঁকে গ্রেপ্তার করল না, কারণ তাঁর ক্ষণ তখনও উপস্থিত হয়নি।

ইহুদীদের সঙ্গে তর্ক

২১ তিনি আবার তাঁদের বললেন, 'আমি চলে যাচ্ছি, আর আপনারা আমাকে খুঁজবেন ও
আপনাদের নিজেদের পাপে থেকে মরবেন। আমি যেখানে যাচ্ছি, আপনারা সেখানে আসতে পারেন
না।' ২২ তখন ইহুদীরা বললেন: 'ও কি আত্মহত্যা করবে? ও যে বলছে, আমি যেখানে যাচ্ছি,
আপনারা সেখানে আসতে পারেন না।' ২৩ তিনি তাঁদের বললেন, 'আপনারা নিম্নলোকের, আমি
ঊর্ধ্বলোকের; আপনারা এই জগতের, আমি এই জগতের নই। ২৪ আমি তো আপনাদের বলেছি,
আপনাদের নিজেদের পাপে থেকেই মরবেন, কারণ আপনারা যদি না বিশ্বাস করেন যে, আমিই

আছি, তবে আপনাদের নিজেদের পাপে থেকে মরবেন।' [২৫] তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আপনি কে?'
যীশু তাঁদের উত্তর দিলেন, 'আপনাদের যা বলে আসছি, তা-ই। [২৬] আপনাদের বিষয়ে আমার অনেক
কিছু বলার ও বিচার করার আছে। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি সত্যময়, ও তাঁরই কাছে
আমি যা কিছু শুনেছি, জগতের সামনে তা-ই বলে থাকি।' [২৭] তাঁরা বুঝতে পারলেন না যে, তিনি
পিতারই সম্বন্ধে তাঁদের কাছে কথা বলছিলেন। [২৮] তাই যীশু বললেন, 'আপনারা যখন মানবপুত্রকে
উত্তোলন করবেন, তখন জানতে পারবেন যে, আমিই আছি, আর আমি নিজে থেকে কিছুই করি না,
কিন্তু পিতা যা আমাকে শিখিয়েছেন, আমি ঠিক তা-ই বলি। [২৯] যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি
আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; আমাকে একা রেখে যাননি, কেননা আমি সর্বদাই তাঁর মনোমত কাজ
করে থাকি।'

যীশুর দেওয়া মুক্তি ও ইহুদীদের দাসত্ব

[৩০] তিনি এই সমস্ত কথা বলায় অনেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হলেন। [৩১] যীশু তখন নিজের প্রতি
বিশ্বাসী এই ইহুদীদের বললেন, 'তোমরা যদি আমার বাণীতে স্থিতমূল থাক, তবেই তোমরা সত্যি
আমার শিষ্য; [৩২] আর তোমরা সত্যকে জানতে পারবে, ও সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।' [৩৩] তারা
তাঁকে উত্তর দিল, 'আমরা তো আব্রাহামের বংশ, কখনও কারও দাসত্বে থাকিনি। তোমরা মুক্ত হবে,
এই কথা আপনি কেমন করে বলতে পারেন?' [৩৪] যীশু তাদের উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাদের সত্যি
সত্যি বলছি, যে কেউ পাপ করে, সে পাপের ক্রীতদাস। [৩৫] ক্রীতদাস তো চিরকাল ধরে ঘরে থাকে
না, পুত্রই চিরকাল ধরে থাকেন। [৩৬] সুতরাং পুত্রই যদি তোমাদের মুক্ত করে দেন, তবে তোমরা
প্রকৃতভাবে মুক্ত হবে। [৩৭] তোমরা যে আব্রাহামের বংশ, তা জানি; তবুও তোমরা আমাকে হত্যা
করতে চেষ্টা করছ, কারণ আমার বাণী তোমাদের অন্তরে স্থান পায় না। [৩৮] আমার পিতার কাছে যা
দেখেছি, আমি সেই সমস্ত বলে থাকি; আর তোমরা তোমাদের পিতার কাছে যা কিছু শুনেছ, তা-ই
বলে থাক।' [৩৯] তারা এই বলে তাঁকে উত্তর দিল, 'আব্রাহামই আমাদের পিতা।' যীশু তাদের
বললেন, 'তোমরা যদি আব্রাহামের সন্তান হতে, তাহলে আব্রাহামেরই কাজ অনুসারে কাজ করতে।
[৪০] কিন্তু যে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্য শুনে তোমাদের কাছে তা প্রকাশ করেছে, সেই আমাকেই
তোমরা এখন হত্যা করতে চেষ্টা করছ। আব্রাহাম তেমন কাজ করেননি! [৪১] না, তোমাদের পিতার
কাজ অনুসারেই তোমরা কাজ করছ।' তারা তাঁকে বলল, 'আমরা তো জারজ সন্তান নই, আমাদের
একজন মাত্র পিতা আছেন, সেই ঈশ্বর।' [৪২] যীশু তাদের বললেন, 'ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা
হতেন, তাহলে তোমরা আমাকে ভালবাসতে, যেহেতু আমি ঈশ্বর থেকে উদ্গত হয়েই এসেছি—
আমি তো নিজে থেকে আসিনি, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। [৪৩] আমি যা বলছি, তোমরা তা
বোঝ না কেন? কারণটা এ, আমার বাণী শুনবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। [৪৪] তোমরা তোমাদের
পিতা সেই দিয়াবল থেকেই উদ্গত, ও তোমাদের সেই পিতার অভিলাষ পূরণ করতেই ইচ্ছা কর।
সে আদি থেকেই ছিল নরঘাতক, সত্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই, কারণ তার নিজের মধ্যেই
যে সত্য নেই! সে যখন মিথ্যা বলে, তখন নিজের স্বভাবমতই সে কথা বলে, কারণ সে নিজে
মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার জনক। [৪৫] আমি কিন্তু সত্য বলি বিধায় তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না। [৪৬]
তোমাদের মধ্যে কে পাপের বিষয়ে আমাকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করতে পারে? আমি যদি সত্য

বলি, তবে কেন তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না? ৪৭ যে কেউ ঈশ্বর থেকে উদ্গত, সে ঈশ্বরের
সমস্ত কথা শোনে; তোমরা যে শোন না, এর কারণ এই, তোমরা ঈশ্বর থেকে নও।'
৪৮ উত্তরে ইহুদীরা তাঁকে বলল, 'আমরা কি ঠিক বলি না যে, আপনাকে একটা অপদূতে পেয়েছে,
আপনি সামারীয়!' ৪৯ যীশু উত্তর দিলেন, 'আমাকে কোন অপদূতে পায়নি, আমি বরং আমার
পিতাকে সম্মান করি আর তোমরা আমাকে অসম্মান কর। ৫০ আমি নিজের গৌরবের অন্বেষণ করি
না; তেমন অন্বেষণ করার জন্য একজন আছেন, আর তিনিই বিচার করবেন। ৫১ আমি তোমাদের
সত্যি সত্যি বলছি, কেউ যদি আমার বাণী মেনে চলে, সে কখনও মৃত্যুকে দেখবে না।' ৫২ ইহুদীরা
তাঁকে বলল, 'এইবার জানতে পারলাম, আপনাকে অপদূতে পেয়েছে! আব্রাহাম মারা গেছেন,
নবীরাও তাই; আর আপনি বলছেন, যদি কেউ আমার বাণী মেনে চলে, সে কখনও মৃত্যু ভোগ
করবে না। ৫৩ আপনি কি আমাদের পিতা আব্রাহামের চেয়েও বড়? তিনি তো মারা গেছেন, নবীরাও
মারা গেছেন। আপনি কে? নিজের পরিচয় বলে কী দাবি করছেন?' ৫৪ যীশু উত্তর দিলেন, 'আমি
যদি নিজে নিজেতে গৌরব আরোপ করি, তবে আমার সেই গৌরব কিছুই নয়; আমার সেই পিতাই
আমাতে গৌরব আরোপ করেন, যাঁর বিষয়ে তোমরা বল, তিনি আমাদের ঈশ্বর। ৫৫ অথচ তোমরা
তাঁকে জান না, কিন্তু আমি তাঁকে জানি। আর যদি বলতাম, তাঁকে জানি না, তবে তোমাদের মত
মিথ্যাবাদী হতাম। কিন্তু আমি তাঁকে জানি ও তাঁর বাণী মেনে চলি। ৫৬ তোমাদের পিতা আব্রাহাম
আমার দিন দেখবার আশায় উল্লসিত হয়েছিলেন; তা দেখতেই পেয়েছেন, আনন্দও করেছেন।' ৫৭
তখন ইহুদীরা তাঁকে বলল, 'আপনার বয়স এখনও পঞ্চাশ হয়নি আর আপনি নাকি আব্রাহামকে
দেখেছেন?' ৫৮ যীশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি: আব্রাহাম জন্মাবার আগে
আমিই আছি।' ৫৯ তাই তারা তাঁকে মারবার জন্য পাথর হাতে তুলে নিল, কিন্তু যীশু আড়ালে গিয়ে
মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

জন্মান্ধকে আরোগ্যদান

৯ পথে যেতে যেতে তিনি একজন লোককে দেখতে পেলেন যে জন্ম থেকে অন্ধ। ২ তাঁর শিষ্যেরা
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাব্বি, কে পাপ করেছে, এই লোকটা, না তার পিতামাতা, যার ফলে এ
অন্ধ হয়ে জন্মেছে?' ৩ যীশু উত্তর দিলেন, 'নিজেরও পাপের ফলে নয়, পিতামাতারও পাপের ফলে
নয়, বরং এমনটি ঘটেছে যেন ঈশ্বরের কর্মকীর্তি তার মধ্যে প্রকাশ পায়। ৪ যিনি আমাকে
পাঠিয়েছেন, দিনের আলো যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আমাদের তাঁরই কাজ সাধন করতে হবে; রাত
আসছে, তখন কেউ কাজ করতে পারবে না। ৫ যতদিন জগতে আছি, আমিই জগতের আলো।' ৬
একথা বলার পর তিনি মাটিতে থুথু ফেললেন, আর সেই লালা দিয়ে কাদা তৈরি করে লোকটির
চোখে তা মাখিয়ে দিলেন ৭ এবং তাকে বললেন, 'সিলোয়াম জলকুণ্ডে গিয়ে ধুয়ে ফেল'—
সিলোয়াম কথাটার অর্থ 'প্রেরিত'। সে তখন চলে গিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলল, আর অন্ধত্ব থেকে মুক্ত
হয়েই ফিরে এল।
৮ প্রতিবেশীরা ও যারা আগে তাকে ভিক্ষুক অবস্থায় দেখেছিল, তারা বলতে লাগল, 'এ কি সেই
লোক নয়, যে বসে বসে ভিক্ষা করত?' ৯ কেউ কেউ বলল, 'সে-ই বটে।' আবার কেউ কেউ বলল,
'না, সে নয়, কিন্তু দেখতে তারই মত।' তখন লোকটি নিজে বলল, 'আমিই সে।' ১০ তাই তারা

তাকে বলল, 'তবে কেমন করে তোমার চোখ খুলে গেল?' ১১ সে উত্তর দিল, 'যীশু নামে সেই মানুষ
কাদা তৈরি করে আমার চোখে তা মাখিয়ে দিলেন এবং আমাকে বললেন, সিলোয়াম জলকুণ্ডে গিয়ে
ধুয়ে ফেল; তাই আমি গেলাম, আর ধোয়ামাত্র চোখে দেখতে পেলাম।' ১২ তারা তাকে জিজ্ঞাসা
করল, 'লোকটা কোথায়?' সে বলল, 'জানি না।' ১৩ যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল, তাকে তারা
ফরিসিদের কাছে নিয়ে গেল। ১৪ যীশু যেদিন কাদা তৈরি করে তার চোখ খুলে দিয়েছিলেন,
সেদিনটি সাব্বাৎ ছিল। ১৫ তাই ফরিসিরা তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সে কেমন করে চোখে
দেখতে পেয়েছে। সে তাঁদের বলল, 'তিনি আমার চোখের উপরে কাদা লাগিয়ে দিলেন, পরে ধুয়ে
ফেললাম, আর এখন দেখতে পাচ্ছি।' ১৬ তখন কয়েকজন ফরিসি বললেন, 'ওই লোকটা ঈশ্বর
থেকে আসে না, কারণ সে সাব্বাৎ দিন মানে না।' কিন্তু অন্য কেউ বললেন, 'পাপী মানুষ কেমন
করে তেমন চিহ্নকর্ম সাধন করতে পারে?' তাই তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। ১৭ তখন তাঁরা
অন্ধটিকে আবার বললেন, 'তার সম্বন্ধে তুমি কী বল? তোমার চোখ তো সে-ই খুলে দিয়েছে!' সে
বলল, 'তিনি একজন নবী।'

১৮ সে যে অন্ধ ছিল আর এখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে, তা ইহুদীরা বিশ্বাস করলেন না, যতক্ষণ
না দৃষ্টিশক্তি-পাওয়া লোকটির পিতামাতাকে ডাকিয়ে এনে ১৯ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কি তোমাদের
ছেলে, যার বিষয়ে তোমরা নাকি বলছ যে, অন্ধ হয়ে জন্মেছিল? তবে সে কেমন করে এখন চোখে
দেখতে পাচ্ছে?' ২০ তার পিতামাতা উত্তরে তাঁদের বলল, 'এ যে আমাদের ছেলে আর অন্ধ হয়ে
জন্মেছিল, আমরা তা জানি। ২১ কিন্তু কেমন করে যে এখন চোখে দেখতে পাচ্ছে, তা জানি না, আর
কেইবা এর চোখ খুলে দিয়েছে, তাও জানি না। আপনারা একেই জিজ্ঞাসা করুন, এর তো বয়স
হয়েছে। নিজের কথা নিজেই বলবে।' ২২ ইহুদীদের ভয় করত বিধায়ই তার পিতামাতা তেমন উত্তর
দিয়েছিল, কারণ এর মধ্যে ইহুদীরা এতে সম্মত হয়েছিলেন যে, যদি কেউ তাঁকে খ্রীষ্ট বলে স্বীকার
করে, সে সমাজগৃহ থেকে বিচ্যুত হবে। ২৩ এজন্যই তার পিতামাতা বলেছিল, 'এর বয়স হয়েছে,
একেই জিজ্ঞাসা করুন।'

২৪ সুতরাং ইহুদীরা, যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল, তাকে দ্বিতীয়বার ডাকিয়ে এনে বললেন,
'ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ কর! আমরা জানি যে, ওই লোকটা একজন পাপী।' ২৫ সে উত্তর দিল,
'তিনি একজন পাপী কিনা, জানি না; একটা কথা আমি জানি, অন্ধ ছিলাম, আর এখন চোখে
দেখতে পাচ্ছি।' ২৬ তাঁরা তাকে বললেন, 'সে তোমাকে কী করেছিল? কেমন করে তোমার চোখ
খুলে দিয়েছিল?' ২৭ সে তাঁদের উত্তর দিল, 'আগেও তো আপনাদের বলেছি, আর আপনারা
শোনেননি। আবার শুনতে চাচ্ছেন কেন? আপনারাও কি তাঁর শিষ্য হতে চান?' ২৮ তাকে ভর্ৎসনা
করে তাঁরা বললেন, 'তুমিই ওর শিষ্য, আমরা মোশীরই শিষ্য। ২৯ আমরা জানি যে, ঈশ্বর মোশীর
সঙ্গেই কথা বলেছিলেন, কিন্তু ও যে কোথা থেকে এসেছে, আমরা তা জানি না।' ৩০ লোকটি তাঁদের
উত্তর দিল, 'এই তো আশ্চর্যের ব্যাপার: তিনি যে কোথা থেকে আসেন, তা আপনারা জানেন না;
অথচ তিনিই আমার চোখ খুলে দিলেন। ৩১ আমরা জানি যে, ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না, কিন্তু
কেউ যদি ঈশ্বরভক্ত হয় ও তাঁর ইচ্ছা পালন করে, তবে তিনি তার কথা শোনেন। ৩২ জগতের আদি
থেকে এমন কথা কখনও শোনা যায়নি যে, জন্মান্ধ মানুষের চোখ কেউ খুলে দিয়েছে। ৩৩ তিনি যদি
ঈশ্বর থেকে আগত না হতেন, তাহলে কিছুই করতে পারতেন না।' ৩৪ তাঁরা প্রতিবাদ করে তাকে

বললেন, ‘তুমি একেবারে পাপের মধ্যেই জন্মেছ আর আমাদের শিক্ষা দেবে?’ আর তাকে বের করে
দিলেন।
৩৫ তাঁরা তাকে বের করে দিয়েছেন, কথাটা শুনে যীশু লোকটিকে খুঁজে পেয়ে তাকে বললেন,
‘মানবপুত্রের প্রতি তোমার কি বিশ্বাস আছে?’ ৩৬ উত্তরে সে বলল, ‘প্রভু, তিনি কে, আমি যেন তাঁর
প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারি।’ ৩৭ যীশু তাকে বললেন, ‘তুমি তো তাঁকে দেখেছ; যিনি তোমার সঙ্গে
কথা বলছেন, তিনিই।’ ৩৮ সে বলল, ‘প্রভু, আমি বিশ্বাস করি!’ এবং তাঁর সামনে প্রণিপাত করল।
৩৯ তখন যীশু বললেন, ‘আমি এই জগতে এসেছি এক বিচারের জন্য—যারা দেখতে পায় না,
তারা যেন দেখতে পায়, এবং যারা দেখতে পায়, তারা যেন অন্ধ হয়ে যায়।’ ৪০ যে কয়েকজন
ফরিসি তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা এই সমস্ত কথা শুনে তাঁকে বললেন, ‘আমরাও কি অন্ধ?’ ৪১ যীশু
তাঁদের বললেন, ‘যদি অন্ধ হতেন, তাহলে আপনাদের পাপ থাকত না, কিন্তু এখন যে আপনারা
বলছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের পাপ রয়ে গেছে।’

পালকের রূপক-কাহিনী

১০ ‘আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, দরজা দিয়ে মেষঘেরিতে না ঢুকে যে কেউ অন্য দিক
দিয়ে বেয়ে ওঠে, সে তো চোর ও দস্যু; ২ দরজা দিয়ে যে ঢোকে, সে-ই মেষগুলির পালক। ৩
দারোয়ান তারই জন্য দরজা খুলে দেয়; মেষগুলি তার কণ্ঠস্বর শোনে, ও সে নিজের মেষগুলিকে
এক একটা নাম ধরে ডাকে ও তাদের বাইরে নিয়ে যায়। ৪ নিজের সমস্ত মেষ বাইরে আনবার পর
সে তাদের আগে আগে চলতে থাকে, আর মেষগুলি তার কণ্ঠ চেনে বিধায় তার পিছু পিছু চলে। ৫
অচেনা লোকের পিছনে তারা চলে না, বরং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, কারণ অচেনা লোকের
কণ্ঠ তারা চেনে না।’ ৬ যীশু এই রূপকটা তাঁদেরই জন্য বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন না
তিনি তাঁদের কী বলতে চাচ্ছিলেন।
৭ তাই যীশু আবার তাঁদের বললেন, ‘আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমিই মেষগুলির
দরজা। ৮ আমার আগে যারা এসেছিল, তারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু মেষগুলি তাদের দিকে কান
দেয়নি। ৯ আমিই দরজা: কেউ যদি আমার মধ্য দিয়ে ঢোকে, সে পরিত্রাণ পাবে, সে ভিতরে যাবে
আবার বাইরে আসবে এবং চারণভূমির সন্ধান পাবে। ১০ চোর আসে কেবল চুরি, হত্যা ও ধ্বংস
করার জন্য; আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়।
১১ আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয়। ১২ যে শুধু
বেতনভোগী, যে নিজে মেষপালক নয়, মেষগুলি যার নিজের নয়, নেকড়েবাঘ আসতে দেখলেই সে
মেষগুলিকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়; আর নেকড়েবাঘ সেগুলিকে ছিনিয়ে নেয় ও ছড়িয়ে ফেলে।
১৩ বেতনভোগী বলেই সে পালিয়ে যায়, এবং মেষগুলির জন্য তার কোন চিন্তা নেই। ১৪ আমিই উত্তম
মেষপালক: যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে, ১৫ যেমনটি পিতা
আমাকে জানেন আর আমি পিতাকে জানি, এবং মেষগুলির জন্য আমার নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই।
১৬ আর আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে, আর
তারা আমার কণ্ঠে কান দেবে; তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক। ১৭ পিতা
এজন্যই আমাকে ভালবাসেন যে, আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দিই, তা যেন ফিরিয়ে নিতে পারি। ১৮

কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই। তা বিসর্জন
দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে: তেমন আজ্ঞা আমি
আমার পিতা থেকেই পেয়েছি।' [১৯] এই সমস্ত কথার জন্য ইহুদীদের মধ্যে আবার মতভেদ দেখা
দিল: [২০] তাদের মধ্যে অনেকে বলছিল, 'ওকে অপদূতে পেয়েছে; লোকটা উন্মাদ। ওর কথা শুনছ
কেন!' [২১] অপরে বলছিল, 'তেমন কথা অপদূতে পাওয়া লোকের কথা নয়; অপদূত কি অন্ধদের
চোখ খুলে দিতে পারে?'

মন্দিরের উৎসর্গ-পর্ব

[২২] যেরুসালেমে [মন্দিরের] উৎসর্গ-পর্ব চলছিল; [২৩] তখন শীতকাল। যীশু মন্দিরের মধ্যে
সলোমন-অলিন্দে পায়চারি করছিলেন। [২৪] তাই ইহুদীরা তাঁর চারপাশে জড় হয়ে তাঁকে বললেন,
'আর কত দিন আমাদের তেমন সংশয়ের মধ্যে রাখবেন? আপনি যদি সেই খ্রীষ্টই হন, তবে
আমাদের স্পষ্টভাবে বলুন।' [২৫] যীশু তাঁদের উত্তর দিলেন, 'আমি তো আপনাদের বলেছি,
আপনারাই বিশ্বাস করছেন না। আমার পিতার নামে যে সমস্ত কাজ সাধন করি, সেগুলিই আমার
বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। [২৬] কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করছেন না, কারণ আপনারা আমার পালের মেষ নন।
[২৭] যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়; তাদের আমি জানি আর তারা
আমার অনুসরণ করে; [২৮] এবং আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি: তাদের কখনও বিনাশ হবে
না, আমার হাত থেকেও কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে না। [২৯] আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে
দিয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান, আর কেউ আমার পিতার হাত থেকে তাদের ছিনিয়ে নিতে
পারে না। [৩০] আমি এবং পিতা, আমরা এক।'

[৩১] ইহুদীরা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর হাতে তুলে নিলেন। [৩২] যীশু তাঁদের বললেন,
'পিতার পক্ষ থেকে আমি আপনাদের অনেক ভাল কাজ দেখিয়েছি; কোন্ কাজের জন্য আপনারা
আমাকে পাথর মারতে যাচ্ছেন?' [৩৩] ইহুদীরা তাঁকে উত্তর দিলেন, 'ভাল কাজের জন্য আমরা
আপনাকে পাথর মারছি না, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য, কারণ আপনি মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর করে
তুলছেন।' [৩৪] যীশু তাঁদের উত্তর দিলেন, 'আপনাদের বিধানে কি একথা লেখা নেই, *আমি বললাম:*
তোমরা ঈশ্বর! [৩৫] ঈশ্বরের বাণী যাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল, পিতা যদি তাদের ঈশ্বর
বলেন—আর শাস্ত্র তো খণ্ড করা যায় না!—[৩৬] তবে তিনি যাঁকে পবিত্রীকৃত করলেন ও জগতে
প্রেরণ করলেন, তাঁকে আপনারা কেমন করে বলতে পারেন, আপনি ঈশ্বরনিন্দা করছেন, কারণ
আমি বললাম যে, আমি ঈশ্বরের পুত্র? [৩৭] আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবেই আমাকে বিশ্বাস
করবেন না; [৩৮] কিন্তু যদি করি, তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখুন;
তাতেই আপনারা জানবেন ও বুঝবেন যে, পিতা আমাতে, আর আমি পিতাতে আছি।' [৩৯] তাঁরা
আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের হাত এড়িয়ে চলে গেলেন।

[৪০] তিনি আবার যর্দনের ওপারে ফিরে গেলেন, যেখানে যোহন প্রথমে দীক্ষাস্নান সম্পাদন
করতেন; আর সেইখানে থাকলেন। [৪১] অনেকে তাঁর কাছে এল; তারা বলছিল, 'যোহন কোনও
চিহ্নকর্ম সাধন করেননি, কিন্তু এঁর সম্বন্ধে যা কিছু যোহন বলেছিলেন, তা সমস্তই সত্য ছিল।' [৪২]
আর সেখানে অনেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখল।

যীশুই পুনরুত্থান ও জীবন

১১ একজন লোক অসুস্থ ছিলেন, তিনি বেথানিয়ার লাজার; মারীয়া ও তাঁর বোন মার্থা সেই গ্রামেই
বাস করতেন। ২ ইনি সেই মারীয়া, যিনি প্রভুকে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দিয়েছিলেন ও নিজের চুল
দিয়ে তাঁর পা মুছে দিয়েছিলেন; এঁরই ভাই লাজার অসুস্থ ছিলেন। ৩ তাই তাঁর বোনেরা তাঁকে বলে
পাঠালেন, 'প্রভু, আপনি যাকে ভালবাসেন, সে অসুস্থ।' ৪ কিন্তু যীশু এই সংবাদ পেয়ে বললেন, 'এই
অসুস্থতা মৃত্যুর উদ্দেশে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবার্থে, তা দ্বারা যেন ঈশ্বরপুত্র গৌরবান্বিত হন।' ৫
যীশু মার্থাকে ও তাঁর বোনকে এবং লাজারকে ভালবাসতেন।

৬ তাই লাজার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে তিনি যেখানে ছিলেন সেইখানে আরও দু' দিন থেকে
গেলেন। ৭ তারপর শিষ্যদের বললেন, 'চল, আমরা যুদেয়ায় ফিরে যাই।' ৮ শিষ্যেরা তাঁকে বললেন,
'রাব্বি, এই সেদিন মাত্র যে ইহুদীরা আপনাকে পাথর ছুড়ে মারতে চেয়েছিল, আর আপনি নাকি
আবার সেখানে যাচ্ছেন?' ৯ যীশু উত্তর দিলেন, 'দিনে কি বারো ঘণ্টা নেই? দিন থাকতেই যদি কেউ
চলাফেরা করে, তবে সে হোঁচট খায় না, কারণ সে এই জগতের আলো দেখতে পায়। ১০ কিন্তু
রাতের বেলায় যদি কেউ চলাফেরা করে, তবেই সে হোঁচট খায়, কারণ আলো তার মধ্যে নেই।' ১১
একথা বলার পর তিনি বলে চললেন, 'আমাদের বন্ধু লাজার ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি কিন্তু তাকে
জাগিয়ে তুলতে যাচ্ছি।' ১২ শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'প্রভু, সে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে সুস্থ
হয়ে যাবে।' ১৩ যীশু লাজারের মৃত্যুরই কথা বলছিলেন, কিন্তু তাঁরা মনে করছিলেন যে, তিনি
সাধারণ ঘুমের কথা বলছেন। ১৪ তাই যীশু তাঁদের স্পষ্টই বললেন, 'লাজার মারা গেছে, ১৫ এবং
সেখানে ছিলাম না বলে আমি তোমাদের জন্য খুশি, যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার। কিন্তু এখন
চল, তার কাছে যাই।' ১৬ তখন টমাস—যমজ বলে যিনি পরিচিত—অন্যান্য শিষ্যদের বললেন,
'চল, আমরাও যাই, যেন তাঁর সঙ্গে মরতে পারি।'

১৭ যীশু এসে দেখলেন, চারদিন হল লাজারকে সমাধি দেওয়া হয়েছে। ১৮ বেথানিয়া ছিল
যেরুসালেমের কাছাকাছি—আনুমানিক তিন কিলোমিটার। ১৯ ভাইয়ের জন্য মার্থা ও মারীয়াকে
সান্ত্বনা দিতে ইহুদীদের অনেকে তাঁদের কাছে এসেছিল। ২০ যখন মার্থা শুনতে পেলেন, যীশু
আসছেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চললেন; মারীয়া বাড়িতে বসে রইলেন। ২১ মার্থা যীশুকে
বললেন, 'প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তবে আমার ভাই মারা যেত না। ২২ তবু এখনও
জানি যে, ঈশ্বরের কাছে আপনি যা কিছু যাচনা করবেন, ঈশ্বর তা আপনাকে মঞ্জুর করবেন।' ২৩
যীশু তাঁকে বললেন, 'তোমার ভাই পুনরুত্থান করবে।' ২৪ মার্থা তাঁকে বললেন, 'আমি জানি, শেষ
দিনে পুনরুত্থানের সময়ে সে পুনরুত্থান করবে।' ২৫ যীশু তাঁকে বললেন, 'আমিই পুনরুত্থান ও
জীবন: আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে। ২৬ আর জীবিত যে কেউ
আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে কখনও মরবে না। তুমি কি তা বিশ্বাস কর?' ২৭ মার্থা তাঁকে বললেন,
'হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, আপনিই সেই খ্রীষ্ট, সেই ঈশ্বরপুত্র, সেই ব্যক্তি জগতে যিনি
আসছেন।'

২৮ একথা বলার পর তাঁর বোন মারীয়াকে ডাকতে গেলেন; তাঁকে নিচু গলায় বললেন, 'গুরু
উপস্থিত, তোমাকে ডাকছেন।' ২৯ কথাটা শোনামাত্র মারীয়া শীঘ্রই উঠে তাঁর কাছে গেলেন। ৩০ যীশু
তখনও গ্রামের মধ্যে আসেননি, কিন্তু মার্থা যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তিনি সেইখানে

রয়ে গেছিলেন। ৩১ বাড়ির মধ্যে যে ইহুদীরা মারীয়ার সঙ্গে ছিল ও তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তাঁকে
হঠাৎ উঠে বাইরে যেতে দেখে তাঁর পিছু পিছু গেল; মনে করছিল, তিনি সমাধিস্থানে চোখের জল
ফেলার জন্য সেখানে যাচ্ছেন। ৩২ যীশু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মারীয়া সেখানে এসে তাঁকে দেখতে
পেয়ে তাঁর পায়ে পড়ে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তবে আমার ভাই মারা
যেত না।' ৩৩ যীশু যখন দেখলেন, মারীয়া চোখের জল ফেলছেন, এবং তাঁর সঙ্গে যে ইহুদীরা
এসেছিল তারাও চোখের জল ফেলছে, তখন আত্মায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ও কম্পিত হলেন। ৩৪
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাকে কোথায় রেখেছ?' তারা বলল, 'আসুন, প্রভু! দেখে যান।' ৩৫ যীশু
কেঁদে উঠলেন; ৩৬ আর ইহুদীরা বলতে লাগল, 'দেখ, ইনি তাঁকে কতই না ভালবাসতেন!' ৩৭ কিন্তু
তাদের কয়েকজন বলল, 'ইনি যখন সেই অন্ধের চোখ খুলে দিলেন, তখন কি এমন কিছু করতে
পারতেন না, যেন এঁর মৃত্যু না হয়?' ৩৮ যীশু পুনরায় আত্মায় উত্তেজিত হয়ে সমাধির কাছে এসে
পৌঁছলেন। সমাধিটা ছিল একটা গুহা, আর তার মুখে একখানা পাথর দেওয়া ছিল।

৩৯ যীশু বললেন, 'পাথরখানা সরাও।' মৃত লোকটির বোন মার্থা তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আজ তো
চারদিন হল, এতক্ষণে দুর্গন্ধ হয়ে থাকবেই।' ৪০ যীশু তাঁকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে বলিনি যে,
তুমি বিশ্বাস করলে তবে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পাবে?' ৪১ তাই তারা পাথরখানা সরিয়ে দিল।
তখন যীশু ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলে বললেন, 'পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ বলে আমি তোমাকে
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ৪২ আমি তো জানতাম, তুমি সর্বদাই আমার কথা শোন, কিন্তু এখানে যারা
দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদেরই জন্য কথাটা বললাম, তারা যেন বিশ্বাস করে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ
করেছ।' ৪৩ একথা বলার পর তিনি জোর গলায় চিৎকার করে বললেন, 'লাজার, বেরিয়ে এসো!' ৪৪
মৃত লোকটি বেরিয়ে এলেন—তাঁর হাত-পা তখনও কাপড়ের ফালি দিয়ে বাঁধা ও তাঁর মুখ একটা
রুমালে জড়ানো। যীশু তাদের বললেন, 'ওঁর বাঁধন খুলে দিয়ে ওঁকে যেতে দাও।'

৪৫ যে ইহুদীরা মারীয়ার কাছে এসেছিল, এবং যীশু যা সাধন করেছিলেন তা দেখতে পেয়েছিল,
তাদের অনেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল, ৪৬ কিন্তু তাদের মধ্যে অন্য কয়েকজন ফরিসিদের
কাছে গিয়ে যীশু যা যা করেছিলেন, সমস্তই তাদের জানিয়ে দিল। ৪৭ তখন প্রধান যাজকেরা ও
ফরিসিরা সভা ডাকলেন; তাঁরা বললেন, 'আমরা কী করি? ওই লোকটা তো বহু চিহ্নকর্ম সাধন
করছে। ৪৮ আমরা যদি তাকে এভাবে চলতে দিই, তবে সকলে তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠবে, এবং
রোমীয়েরা এসে আমাদের পুণ্যস্থান ও জাতি দু'টোই ধ্বংস করবে।' ৪৯ কিন্তু তাঁদের মধ্যে কাইয়াফা
নামে একজন—তিনি ওই বছরের মহাযাজক ছিলেন—তাঁদের বললেন, 'আপনারা ব্যাপারটা
বুঝতে পারছেন না! ৫০ আপনারা তো বিবেচনা করে বোঝেন না যে, গোটা জাতির বিনাশ ঘটবার
চেয়ে জনগণের জন্য মাত্র একজন মানুষের মৃত্যু হওয়াই আপনাদের পক্ষে সুবিধাজনক।' ৫১ তেমন
কথা তিনি নিজে থেকে বললেন না; কিন্তু ওই বছরের মহাযাজক হওয়ায় তিনি একটা নবীয় বাণী
দিলেন—যীশুর মৃত্যু হবে জাতির জন্য, ৫২ আর কেবল জাতির জন্য নয়, চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের
সকল সন্তানকে একত্রে জড় করার জন্য। ৫৩ সুতরাং সেদিন থেকে তাঁরা তাঁর মৃত্যু ঘটাবার জন্য
মন্ত্রণা করতে লাগলেন।

৫৪ ফলে যীশু আর প্রকাশ্যে ইহুদীদের মধ্যে চলাফেরা করতেন না; তিনি সেখান থেকে
মরুপ্রান্তরের কাছাকাছি এফ্রাইম নামে একটা শহরে চলে গেলেন, এবং শিষ্যদের সঙ্গে সেখানে

থাকলেন।

বেথানিয়ায় তৈললেপন

[55] ইহুদীদের পাস্কা সন্নিকট ছিল। আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া সেরে নেবার জন্য অনেকে পাস্কার আগে গ্রামাঞ্চল থেকে যেরুসালেমে গেল। [56] তারা যীশুকে খুঁজছিল, আর মন্দিরে দাঁড়িয়ে এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল: 'তোমরা কি মনে কর? তিনি কি পর্বে আসবেন না?' [57] এর মধ্যে প্রধান যাজকেরা ও ফরিসিরা আজ্ঞা দিয়েছিলেন যে, তিনি কোথায় আছেন, কেউ তা জানতে পারলে যেন খবরটা জানিয়ে দেয়, যাতে তাঁরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

১২ পাস্কার ছ' দিন আগে যীশু বেথানিয়ায় এলেন। যে লাজারকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন, সেই লাজার সেখানে থাকতেন। [2] সেখানে যীশুর জন্য এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল, আর মার্থা পরিচর্যা করছিলেন, এবং যারা যীশুর সঙ্গে খেতে বসেছিল, তাদের মধ্যে লাজারও ছিলেন। [3] মারীয়া আধ কিলো বিশুদ্ধ বহুমূল্য সুগন্ধি জটামাংসী তেল নিয়ে এসে যীশুর পায়ে তা মাখিয়ে দিলেন, ও নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিলেন। তেলের সুগন্ধে সারা বাড়িটা ভরে গেল। [4] তখন শিষ্যদের মধ্যে একজন—সেই যুদা ইস্কারিয়োৎ যিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন—বলে উঠলেন, [5] 'এই সুগন্ধি তেল তিনশ' রুপোর টাকায় বিক্রি ক'রে টাকাটা গরিবদের দেওয়া হয়নি কেন?' [6] গরিবদের জন্য তাঁর চিন্তা ছিল বিধায় কথাটা বলেছিলেন, তা নয়, কিন্তু তিনি চোর ছিলেন ও টাকার বাক্স তাঁরই কাছে থাকায় গচ্ছিত টাকা চুরি করতেন। [7] যীশু বললেন, 'একে ছাড়; এই সুগন্ধি তেল এ আমার সমাধির দিনের জন্য এভাবে রেখে দিক। [8] গরিবেরা তো তোমাদের কাছে সর্বদাই রয়েছে, কিন্তু আমাকে সর্বদা কাছে পাচ্ছ না।'

[9] ইহুদীদের মধ্যে অনেকে যখন জানতে পারল যে, তিনি সেইখানে আছেন, তখন তারা এল—শুধু তাঁর খাতিরে নয়, সেই লাজারকেও দেখবার জন্য যাঁকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন। [10] তাই প্রধান যাজকেরা স্থির করলেন যে, লাজারকেও তাঁদের হত্যা করতে হবে, [11] কারণ তাঁর কারণে বহু ইহুদী চলে গিয়ে যীশুর প্রতি বিশ্বাস রাখছিল।

যেরুসালেমে প্রবেশ

[12] পরদিন, পর্ব উপলক্ষে যে বহু লোক এসেছিল, তারা যখন শুনল, যীশু যেরুসালেমের দিকে আসছেন, [13] তখন খেজুর পাতা নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে গেল। তারা চিৎকার করে বলছিল,

'হোসান্না; যিনি প্রভুর নামে আসছেন,
যিনি ইস্রায়েলের রাজা, তিনি ধন্য।'

[14] যীশু একটা গাধার বাচ্চা খুঁজে পেয়ে তার পিঠে আসন নিলেন, যেমনটি লেখা আছে,

[15] *সিয়োন-কন্যা, ভয় করো না:*
দেখ, তোমার রাজা আসছেন;
তিনি গাধীর একটা বাচ্চার পিঠে আসীন।

[16] তাঁর শিষ্যেরা প্রথমে এই সমস্ত বুঝতে পারলেন না, কিন্তু পরবর্তীকালে যখন যীশু গৌরবান্বিত

হলেন, তখন তাঁদের মনে পড়ল যে, এই সমস্ত কিছু তাঁরই বিষয়ে লেখা হয়েছিল ও তাঁর প্রতি
ঘটেছিল।
১৭ তিনি যখন লাজারকে সমাধি থেকে বেরিয়ে আসতে ডেকেছিলেন ও তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে
পুনরুত্থিত করেছিলেন, তখন যে সমস্ত লোক তাঁর সঙ্গে ছিল, তারা সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছিল। ১৮
আর এজন্যও লোকের ভিড় তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গেল, কারণ তারা শুনেছিল যে, তিনি সেই
চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন। ১৯ তখন ফরিসিরা একে অপরকে বলতে লাগলেন: 'আপনারা তো
দেখতে পাচ্ছেন যে কিছুই করে উঠতে পারছেন না। এবার জগৎসংসারই ওর পিছনে চলল!'

গৌরব-ক্ষণের পূর্বঘোষণা

২০ পর্ব উপলক্ষে উপাসনা করার জন্য যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রীক ছিল। ২১ তারা
ফিলিপের কাছে এল—তিনি গালিলেয়ার বেথ্‌সাইদার মানুষ ছিলেন—এবং তাঁর কাছে এই
অনুরোধ রাখল, 'মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখতে ইচ্ছা করি।' ২২ ফিলিপ গিয়ে আন্দ্রিয়কে বললেন,
এবং আন্দ্রিয় ও ফিলিপ যীশুর কাছে এসে কথাটা জানালেন। ২৩ যীশু তাঁদের উত্তর দিলেন,
'মানবপুত্রের গৌরবান্বিত হওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। ২৪ আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি,
গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়,
তবে বহু ফল উৎপন্ন করে। ২৫ নিজের প্রাণকে যে ভালবাসে, সে তা হারিয়ে ফেলে, আর এই জগতে
নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে, সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে। ২৬ কেউ যদি আমার
সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক, যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে।
কেউ যদি আমার সেবা করে, তবে আমার পিতা তাকে সম্মানিত করবেন।
২৭ এখন আমার প্রাণ কম্পিত; তবে কী বলব? পিতা, এই আসন্ন ক্ষণ থেকে আমাকে ত্রাণ কর?
কিন্তু এর জন্যই আমি এই ক্ষণ পর্যন্ত এসেছি! ২৮ পিতা, তোমার আপন নাম গৌরবান্বিত কর।'
তখন স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'তা গৌরবান্বিত করেছি, আবার তা গৌরবান্বিত করব।'
২৯ সেখানে উপস্থিত লোকেরা তা শুনতে পেয়ে বলল, 'এ একটা বজ্রধ্বনি।' অন্যেরা বলল, 'এক
স্বর্গদূত তাঁর সঙ্গে কথা বললেন।' ৩০ যীশু উত্তরে বললেন, 'এই কণ্ঠস্বর আমার জন্য নয়,
তোমাদেরই জন্য ধ্বনিত হল। ৩১ এখন এই জগতের বিচার উপস্থিত, এখন এই জগতের
অধিপতিকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। ৩২ আর আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে,
তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব।' ৩৩ তিনি যে কী ধরনের মৃত্যুতে মারা যাবেন, এই
কথায় তার ইঙ্গিত দিলেন। ৩৪ লোকেরা তাঁকে উদ্দেশ করে বলল, 'বিধান থেকে আমরা শিখেছি যে,
যিনি খ্রীষ্ট, তিনি চিরকালস্থায়ী। তবে আপনি কেমন করে বলতে পারেন যে, মানবপুত্রকে উত্তোলিত
হতে হবে? এই মানবপুত্র কে?' ৩৫ যীশু এই বলে উত্তর দিলেন, 'আর অল্পকাল মাত্র আলো
তোমাদের মাঝে আছে; যতক্ষণ আলো তোমাদের থাকে, ততক্ষণ চলতে থাক, পাছে অন্ধকার
তোমাদের নাগাল পায়। যে অন্ধকারে চলে, সে কোথায় যাচ্ছে জানে না। ৩৬ আলো যতক্ষণ
তোমাদের থাকে, ততক্ষণ তোমরা আলোতে বিশ্বাস রাখ, যেন আলোর সন্তান হতে পার।'

এই সমস্ত কথা বলার পর যীশু চলে গেলেন ও তাদের চোখের আড়ালে থাকলেন।

যীশুর ঐশ প্রকাশকর্মের মূল্যায়ন ও সমাপ্তি

৩৭ যদিও তিনি তাদের সামনে এতগুলো চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন, তবু তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী
হল না। ৩৮ এমনটি ঘটল যেন নবী ইসাইয়ার এই বাণী পূর্ণ হয়:

প্রভু, আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে?
আর প্রভুর বাহু কার্ কাছে প্রকাশিত হয়েছে?

৩৯ এজন্যই তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না, কারণ ইসাইয়া আবার বলেছিলেন,

৪০ *তিনি তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন,*
তাদের হৃদয় কঠিন করেছেন;
পাছে তারা চোখে দেখতে পায়,
অন্তরে বুঝতে পারে,
ও আমার দিকে ফেরে যেন আমি তাদের সুস্থ করি।

৪১ ইসাইয়া এই কথা বলেছিলেন, কেননা তিনি তাঁরই গৌরব দেখতে পেয়েছিলেন ও তাঁরই কথা
বলেছিলেন। ৪২ তা সত্ত্বেও সমাজনেতাদের মধ্যেও অনেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলেন, কিন্তু
ফরিসিদের ভয়ে তাঁরা তা স্বীকার করতেন না, পাছে সমাজগৃহ থেকে তাঁদের বের করে দেওয়া হয়;
৪৩ হ্যাঁ, ঈশ্বরের প্রশংসার চেয়ে মানুষেরই প্রশংসা পাওয়া তাঁরা বেশি ভালবাসতেন।

৪৪ যীশু জোর গলায় বলে উঠলেন, 'যে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে আমার প্রতি নয়, যিনি
আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই প্রতি বিশ্বাস রাখে; ৪৫ আর যে আমাকে দেখতে পায়, যিনি আমাকে
পাঠিয়েছেন, সে তাঁকেই দেখতে পায়। ৪৬ আমি আলো হিসাবেই এই জগতে এসেছি, যারা আমার
প্রতি বিশ্বাসী, তারা যেন অন্ধকারে আর না থাকে। ৪৭ আর কেউ যদি আমার কথা শুনেও পালন না
করে, তাহলে আমি নিজে তার বিচার করব এমন নয়, কারণ জগতের বিচার করার জন্য নয়,
জগৎকে পরিত্রাণ করার জন্যই আমি এসেছি। ৪৮ যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে আর আমার কথা
অগ্রাহ্য করে, তার এক বিচারক আছে: যে বাণী প্রচার করেছি, শেষ দিনে সেই বাণীই তার বিচারক
হবে। ৪৯ কেননা আমি নিজে থেকে কথা বলিনি; যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার সেই পিতাই
আমাকে আজ্ঞা দিয়েছেন, আমি কী বলব, কী প্রচার করব। ৫০ আর আমি জানি, তাঁরই আজ্ঞা অনন্ত
জীবন! অতএব আমি যা কিছু বলি, পিতা আমাকে যেমন বলেছেন, তা তেমনিই বলি।'

বিদায়-ভোজ ও পাদপ্রক্ষালন

১৩ পাস্কাপর্বের আগে, এই জগৎ থেকে পিতার কাছে চলে যাওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে জেনে,
যীশু, তাঁর যে আপনজনেরা এই জগতে ছিলেন, তাঁদের অবিরতই ভালবেসে শেষ পর্যন্তই তাঁদের
ভালবেসে গেলেন। ২ সান্ধ্যভোজ তখন চলছে; দিয়াবল ইতিমধ্যে সিমোনের ছেলে যুদা
ইস্কারিয়োতের হৃদয়ে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার সঙ্কল্প প্রবেশ করিয়েছিল।

৩ একথা জেনে যে, পিতা তাঁরই হাতে সমস্তই তুলে দিয়েছেন, এবং তিনি যে ঈশ্বরের কাছ থেকে
এসেছেন আর ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাচ্ছেন এও জেনে, ৪ যীশু ভোজ থেকে উঠলেন, জামা খুলে
রাখলেন, এবং একটা গামছা নিয়ে তা কোমরে জড়ালেন; ৫ তারপর একটা পাত্রে জল ঢেলে

শিষ্যদের পা ধুয়ে দিতে শুরু করলেন, আর কোমরের গামছা দিয়ে তা মুছে দিতে লাগলেন। ৬ তিনি
সিমোন পিতরের কাছে এলেন, আর ইনি তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, আপনি কি আমার পা ধুতে
যাচ্ছেন?’ ৭ যীশু তাঁকে উত্তর দিলেন, ‘আমি যা করছি, তা তুমি এখন জান না, কিন্তু পরে বুঝতে
পারবে।’ ৮ পিতর তাঁকে বললেন, ‘আপনি আমার পা কখনও ধুয়ে দেবেন না!’ যীশু তাঁকে উত্তর
দিলেন, ‘আমি তোমাকে ধৌত না করলে আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ নেই।’ ৯ সিমোন পিতর
বললেন, ‘প্রভু, আমার পা শুধু নয়, হাত ও মাথাও ধুয়ে দিন।’ ১০ যীশু তাঁকে বললেন, ‘যে স্নান
করেছে, তার ধৌত হওয়ার আর প্রয়োজন নেই, সে সর্বাঙ্গেই শুদ্ধ। তোমরা তো শুদ্ধ, তবু সকলে
নও।’ ১১ কেননা তিনি জানতেন, কে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন; এজন্যই তিনি বললেন,
‘তোমরা সকলে শুদ্ধ নও।’

১২ তাঁদের পা ধুয়ে দেবার পর, নিজের জামা পরে আবার আসন নেবার পর তিনি তাঁদের
বললেন, ‘আমি তোমাদের প্রতি যা করলাম, তোমরা কি তা বুঝতে পার? ১৩ তোমরা আমাকে গুরু
ও প্রভু বলে ডাক, আর ঠিকই বল, কারণ আমি তা-ই। ১৪ তবে, প্রভু ও গুরু হয়ে আমি যখন
তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত। ১৫ আমি
তোমাদের একটা আদর্শ দিলাম, আমি তোমাদের জন্য যেমনটি করলাম, তোমরাও যেন তেমনটি
কর। ১৬ আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, দাস নিজের প্রভুর চেয়ে বড় নয়, নিজের প্রেরণকর্তার
চেয়ে প্রেরিতজনও বড় নয়। ১৭ এ সমস্ত জেনে যদি তোমরা তা পালন কর, তবে তোমরা সুখী।’

বিশ্বাসঘাতকের পরিচয়দান

১৮ ‘তোমাদের সকলের বিষয়ে আমি কথা বলছি না; আমি জানি কাকে বেছে নিয়েছি। কিন্তু
শাস্ত্রের এই বচনটা পূর্ণ হওয়া চাই: *যে আমার রুটি খেত, সে আমার বিরুদ্ধে পা বাড়িয়েছে।* ১৯ তা
ঘটবার আগেই আমি এখন তোমাদের বলে রাখছি, তা যখন ঘটবে, তখন তোমরা যেন বিশ্বাস কর
যে, আমিই আছি। ২০ আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমি যাকে পাঠাই, তাকে যে গ্রহণ করে,
সে আমাকেই গ্রহণ করে, এবং আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে যিনি আমাকে
পাঠিয়েছেন।’

২১ এই সমস্ত কথা বলার পর যীশু আত্মায় কম্পিত হলেন, এবং সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, ‘আমি
তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে।’ ২২
তিনি যে কার্ কথা বলছেন, শিষ্যেরা তা সঠিকভাবে বুঝতে না পেরে একে অপরের দিকে তাকাতে
লাগলেন। ২৩ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন—যীশু যাঁকে ভালবাসতেন—যীশুর কোলে হেলান দিয়ে
বসে ছিলেন; ২৪ সিমোন পিতর তাঁকে ইশারা করে বললেন, ‘বল, তিনি যার কথা বলছেন, সে
কে?’ ২৫ তাই শিষ্যটি সেভাবে বসে থেকে যীশুর বুকের দিকে মাথা কাত হয়ে তাঁকে বললেন, ‘প্রভু,
সে কে?’ ২৬ যীশু উত্তর দিলেন, ‘রুটির টুকরোটা ডুবিয়ে আমি যাকে দেব, সে-ই।’ আর তখন তিনি
রুটির টুকরোটা ডুবিয়ে নিয়ে তা সিমোন ইস্কারিয়োতের ছেলে যুদাকে দিলেন। ২৭ আর সেই
রুটি-টুকরোর সাথে সাথেই শয়তান তাঁর অন্তরে ঢুকল। তখন যীশু তাঁকে বললেন, ‘তুমি যা
করতে যাচ্ছ, তা শীঘ্রই করে ফেল।’ ২৮ যাঁরা ভোজে বসে ছিলেন, তাঁদের কেউই বুঝতে পারলেন না
যে, তিনি কিসের জন্য এই কথা বলেছিলেন; ২৯ টাকার বাক্স যুদার কাছে থাকত বিধায় কেউ কেউ

মনে করলেন, যীশু তাঁকে বলেছিলেন, ‘পর্ব উপলক্ষে আমাদের যা কিছু দরকার, তা কিনে আন।’
কিংবা তাঁকে গরিবদের কিছু দিতে বলেছিলেন। ৩০ রুটির টুকরোটা গ্রহণ করে নিয়ে তিনি তখনই
বেরিয়ে গেলেন—আর রাত্রি হল!

যীশুর বিদায়-সংবাদ

৩১ তিনি চলে গেলে যীশু বললেন, ‘এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হলেন, এবং ঈশ্বর তাঁর মধ্যে
গৌরবান্বিত হলেন। ৩২ ঈশ্বর যখন তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন, তখন ঈশ্বরও নিজের মধ্যে তাঁকে
গৌরবান্বিত করবেন, আর তাঁকে এখনই গৌরবান্বিত করবেন। ৩৩ বৎসেরা, আমি এখন আর
অল্পকালের মত তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা আমাকে খুঁজবে, আর আমি ইহুদীদের যেমন
বলেছিলাম, এখন তেমনি তোমাদেরও বলছি, আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পার
না।

৩৪ এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। আমি যেমন তোমাদের
ভালবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাস। ৩৫ তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই
বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।’ ৩৬ সিমোন পিতর তাঁকে বললেন,
‘প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’ যীশু তাঁকে উত্তর দিলেন, ‘আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তুমি এখন
আমার অনুসরণ করতে পার না, পরেই অনুসরণ করবে।’ ৩৭ পিতর তাঁকে বললেন, ‘প্রভু,
আপনাকে এখনই অনুসরণ করতে পারি না কেন? আপনার জন্য আমি তো প্রাণ দেব!’ ৩৮ যীশু
উত্তর দিলেন, ‘তুমি কি আমার জন্য প্রাণ দেবে? আমি তোমাকে সত্যি সত্যি বলছি, তুমি আমাকে
তিনবার অস্বীকার না করা পর্যন্ত মোরগ ডাকবে না।’

বিদায় উপদেশ

যীশু পিতার কাছে যাচ্ছেন, আবার ফিরে আসবেন

১৪ ‘তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখ, আমার প্রতিও বিশ্বাস রাখ। ২
আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে; যদি না থাকত, তবে তোমাদের বলেই দিতাম; আমি
তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। ৩ আর চলে গিয়ে তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করার পর
আমি আবার আসব এবং তোমাদের নিজের কাছে নিয়ে যাব, আমি যেখানে আছি, সেখানে
তোমরাও যেন থাকতে পার। ৪ আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা তো তার পথ জান।’

৫ টমাস তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন আমরা তা জানি না, তবে কেমন করে
পথটা জানতে পারি?’ ৬ যীশু তাঁকে বললেন, ‘আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন! পিতার
কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়। ৭ তোমরা যদি আমাকে জানতে,
তাহলে আমার পিতাকেও জানতে। তোমরা তো তাঁকে এখন জান, দেখতেও পেয়েছ তাঁকে।’ ৮
ফিলিপ তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন, তাতে আমরা তুষ্ট হব।’ ৯ যীশু
তাঁকে বললেন, ‘ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তুমি আমাকে জান না? যে
আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে; কেমন করে তুমি বলছ, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে
দিন? ১০ তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন? আমি যে
সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না, কিন্তু যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই

নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন। ১১ তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর: আমি পিতাতে আছি আর পিতা
আমাতে আছেন; অন্তত, এই সমস্ত কাজের খাতিরেই বিশ্বাস কর।

১২ আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, আমি যে সমস্ত কাজ করি,
তা সেও করবে, এবং তার চেয়ে মহত্তর কাজও করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। ১৩ তোমরা
আমার নামে যা কিছু যাচনা করবে, আমি তা পূরণ করব, পিতা যেন পুত্রেতে গৌরবান্বিত হন। ১৪
তোমরা যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচনা কর, তবে আমিই তা পূরণ করব।

১৫ তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। ১৬ আর আমি
পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক
চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন: ১৭ সেই সত্যময় আত্মাকেই দেবেন, জগৎ যাঁকে গ্রহণ করতে
পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায় না, জানেও না। তোমরা তাঁকে জান, কারণ তিনি
তোমাদের কাছে কাছে থাকেন ও তোমাদের অন্তরে থাকবেন।

১৮ আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না; তোমাদের কাছে আসব। ১৯ আর অল্পকাল,
পরে জগৎ আমাকে আর দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে, কারণ আমি
জীবিত আছি, তোমরাও জীবিত থাকবে। ২০ সেদিন তোমরা জানবে যে, আমি আমার পিতাতে
আছি, এবং তোমরা আমাতে আছ আর আমি তোমাদের অন্তরে আছি। ২১ আমার আজ্ঞাগুলো গ্রহণ
করে নিয়ে যে তা পালন করে, সে-ই আমাকে ভালবাসে; আর যে আমাকে ভালবাসে, সে হবে
আমার পিতার ভালবাসার পাত্র, আমিও তাকে ভালবাসব, এবং তার কাছে আত্মপ্রকাশ করব।'

২২ যুদা—ইস্কারিয়োৎ নন, অন্য যুদা—তাঁকে বললেন, 'প্রভু, এ কেমনটি হয় যে, আপনি শুধু
আমাদেরই কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন, জগতের কাছে নয়?' ২৩ যীশু তাঁকে উত্তর দিলেন, 'যদি কেউ
আমাকে ভালবাসে, তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং
আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান। ২৪ যে আমাকে
ভালবাসে না, সে আমার বাণী মেনে চলে না; আর এই যে বাণী তোমরা শুনছ, তা আমার নয়,
যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তা সেই পিতারই বাণী।

২৫ এখনও তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই আমি এই সমস্ত কথা তোমাদের বলেছি, ২৬ কিন্তু
সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, আমার নামে যাঁকে পিতা পাঠাবেন, তিনিই সবকিছু তোমাদের
শিখিয়ে দেবেন, আর আমি যা কিছু তোমাদের বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন।
২৭ তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি—জগৎ যেভাবে তা দান
করে থাকে, আমি সেভাবে তা তোমাদের দান করি না। তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়, যেন
ভীত না হয়। ২৮ তোমরা শুনেছ, আমি তোমাদের বলেছি, চলে যাচ্ছি, আবার তোমাদের কাছে
আসব। তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে, তবে পিতার কাছে যাচ্ছি বলে তোমাদের আনন্দ হত,
কেননা পিতা আমার চেয়ে মহান। ২৯ তা ঘটবার আগেই আমি এখন তোমাদের বলে দিলাম, তা
যখন ঘটবে, তখন যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার। ৩০ আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশিক্ষণ কথা
বলব না, কারণ এই জগতের অধিপতি আসছে। আমার উপর তার কোন অধিকার নেই, ৩১ কিন্তু
জগৎকে এ জানতে হবে যে, আমি পিতাকে ভালবাসি, এবং পিতা আমাকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছেন,
আমি সেইমত করি। তবে ওঠ, এখান থেকে চলে যাই।'

বিদায় উপদেশ

সত্যকার আঙুরলতা যীশু, জগতের নির্যাতন, ও পবিত্র আত্মার সাক্ষ্যদান

১৫ ‘আমিই সত্যকার আঙুরলতা, আর কৃষক হলেন আমার পিতা। ২ আমার যে শাখায় ফল ধরে না,
তা তিনি ফেলে দেন, আর যে সব শাখায় ফল ধরে, সেগুলিকে তিনি পরিশুদ্ধ করেন, যেন তাতে
আরও বেশি ফল ধরে। ৩ আমি যে বাণী তোমাদের শুনিয়েছি, সেই বাণী গুণে তোমরা এর মধ্যে
পরিশুদ্ধ হয়েছ। ৪ আমি যেমন তোমাদের অন্তরে রয়েছি, তেমনি তোমরা আমাতে থাক।
আঙুরলতায় না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল ফলাতে পারে না, তেমনি আমাতে না থাকলে
তোমরাও ফলশালী হতে পার না।

৫ আমি হলাম আঙুরলতা, তোমরা হলে শাখা: যে আমাতে থাকে আর আমি যার অন্তরে থাকি,
সে-ই প্রচুর ফলে ফলশালী হয়, কেননা আমার বাইরে [থাকলে] তোমরা কিছুই করতে পার না। ৬
কেউ যদি আমাতে না থাকে, তবে সে শাখার মত বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় আর শুকিয়ে যায়; সেই
শাখাগুলি জড় করে আগুনে ফেলা হয় ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ৭ তোমরা যদি আমাতে থাক ও আমার
সমস্ত কথা তোমাদের অন্তরে থাকে, তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা যাচনা কর, তোমাদের জন্য
তা-ই করা হবে। ৮ তোমরা যদি প্রচুর ফলে ফলশালী হও এবং আমার শিষ্য রূপে দাঁড়াও, তবে
আমার পিতা তাতেই গৌরবান্বিত হন। ৯ পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমনি
তোমাদের ভালবেসেছি; আমার ভালবাসায় স্থিতমূল থাক। ১০ যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর,
তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি ও তাঁর
ভালবাসায় থাকি। ১১ এই সমস্ত তোমাদের বলেছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল
থাকে এবং তোমাদের সেই আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হয়।

১২ আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি। ১৩
বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই। ১৪ আমি তোমাদের
যা আজ্ঞা করি, তোমরা যদি তা পালন কর, তবেই তোমরা আমার বন্ধু। ১৫ আমি তোমাদের আর
দাস বলছি না, কারণ দাস নিজের প্রভু কী করেন তা জানে না; তোমাদের আমি বন্ধু বলছি, কারণ
আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি। ১৬ তোমরা যে আমাকে
বেছে নিয়েছ এমন নয়, আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি, যেন তোমরা
গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে, যাতে তোমরা পিতার কাছে যা কিছু
আমার নামে যাচনা কর, তিনি তা তোমাদের দেন। ১৭ আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা
পরস্পরকে ভালবাস।

১৮ জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তবে জেনে রাখ, তোমাদের ঘৃণা করার আগে আমাকেই ঘৃণা
করেছে। ১৯ তোমরা যদি জগতেরই হতে, তবে জগৎ তার আপনজনদের ভালবাসত; কিন্তু যেহেতু
তোমরা জগতের নও, বরং আমি তোমাদের বেছে নিয়ে জগৎ থেকে পৃথক করে দিয়েছি, এজন্য
জগৎ তোমাদের ঘৃণা করে। ২০ যে কথা তোমাদের বলেছিলাম, তা মনে রাখ: দাস নিজের প্রভুর
চেয়ে বড় নয়। তারা যখন আমাকে নির্যাতন করেছে, তখন তোমাদেরও নির্যাতন করবে; যখন
আমার কথা মেনে নিয়েছে, তখন তোমাদের কথাও মেনে নেবে। ২১ কিন্তু তারা আমার নামের জন্যই
তোমাদের প্রতি সেই সমস্ত করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তারা তাঁকে জানে না। ২২ আমি

যদি না আসতাম, তাদের সঙ্গে যদি কথা না বলতাম, তাহলে তাদের পাপ হত না; এখন কিন্তু
তাদের পাপ ঢাকবার উপায় নেই।
২৩ আমাকে যে ঘৃণা করে, সে পিতাকেও ঘৃণা করে। ২৪ আর যদি তাদের মধ্যে সেই সমস্ত কাজ না
করতাম যা অন্য কেউ করেনি, তাহলে তাদের পাপ হত না; এখন কিন্তু তারা দেখেইছে, অথচ
আমাকে ও আমার পিতাকে ঘৃণা করেছে। ২৫ এমনটি ঘটছে যেন তাদের বিধান-পুস্তকে লেখা এই
বাণী পূর্ণ হয়: *তারা অকারণে আমাকে ঘৃণা করল।* ২৬ কিন্তু সেই সহায়ক, যাঁকে আমি পিতার কাছ
থেকে তোমাদের কাছে পাঠাব,—সেই সত্যময় আত্মা, যিনি পিতার কাছ থেকে আসেন—তিনি
যখন আসবেন, তখন তিনি নিজে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন; ২৭ আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ
প্রথম থেকে তোমরা আমার সঙ্গে আছ।
১৬ আমি তোমাদের এই সমস্ত বলেছি, যেন তোমাদের পদস্খলন না হয়। ২ তারা সমাজগৃহ থেকে
তোমাদের বের করে দেবে; এমনকি, সেই ক্ষণ আসছে, যখন কেউ তোমাদের হত্যা করলে সে
মনে করবে, ঈশ্বরের পুণ্য সেবা করছে। ৩ আর তারা এই সমস্ত করবে কারণ পিতাকেও জানেনি,
আমাকেও জানেনি। ৪ কিন্তু আমি তোমাদের এই সমস্ত বলছি, যখন তাদের সেই ক্ষণ আসবে, তখন
তোমরা যেন স্মরণ কর যে, আমি তোমাদের তা-ই বলেছিলাম। আমি প্রথম থেকে তোমাদের এই
সমস্ত বলিনি, কারণ তখন নিজেই তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।'

বিদায় উপদেশ

সহায়ক পবিত্র আত্মার আগমন, শিষ্যদের আনন্দ

৫ 'এখন কিন্তু আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, অথচ তোমাদের মধ্যে কেউ
আমাকে জিজ্ঞাসা করছে না, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? ৬ কিন্তু এই সমস্ত তোমাদের বলেছি বিধায়ই
তোমাদের মন দুঃখে ভরে গেছে। ৭ তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের সত্যকথা বলছি: আমার চলে
যাওয়াটা তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন
না; বরং যদি যাই, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব; ৮ আর তিনি এসে জগৎকে পাপের
বিষয়ে দোষী বলে সাব্যস্ত করবেন, [এবং ব্যক্ত করবেন] ধর্মময়তা ও বিচার কী। ৯ পাপের বিষয়ে:
তারা আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে না; ১০ ধর্মময়তার বিষয়ে: আমি পিতার কাছে যাচ্ছি এবং তোমরা
আমাকে আর দেখতে পাবে না; ১১ বিচারের বিষয়ে: এই জগতের অধিপতির বিরুদ্ধে রায় দেওয়া
হয়েই গেছে।
১২ তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে
পার না। ১৩ তবে তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যময় আত্মা, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের
চালনা করবেন, কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি
তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন। ১৪ তিনি আমাকে গৌরবান্বিত
করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন। ১৫ যা কিছু পিতার,
তা সবই আমার; এজন্যই আমি বললাম যে, যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে
দেবেন।
১৬ আর অল্পকাল, পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; আবার অল্পকাল, পরে আমাকে

দেখতে পাবে।’ [১৭] তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে
লাগলেন, ‘এই যে তিনি আমাদের বলছেন, আর অল্পকাল, পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে
না; আবার অল্পকাল, পরে আমাকে দেখতে পাবে, এবং, আমি পিতার কাছে যাচ্ছি—তাঁর এই
সমস্ত কথার অর্থ কী?’ [১৮] তাঁরা বলছিলেন, ‘অল্পকাল বলতে উনি কী বোঝাতে চান? উনি যে কী
বলতে চাচ্ছেন, তা আমরা জানি না।’ [১৯] যীশু জানতেন যে, তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন করতে চান, তাই তিনি
তাঁদের বললেন, ‘আমি যে বলেছিলাম: আর অল্পকাল, পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে
না; আবার অল্পকাল, পরে আমাকে দেখতে পাবে, তোমরা এবিষয়ে কী নিজেদের মধ্যে
চিন্তা-ভাবনা করছ? [২০] আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা কাঁদবে ও বিলাপ করবে, কিন্তু
জগৎ আনন্দ করবে। তোমাদের দুঃখ হবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে।
[২১] নারী প্রসবকালে কষ্ট পায়, কারণ তার ক্ষণ এসে গেছে; কিন্তু শিশুকে জন্ম দেওয়ার পর তার
যন্ত্রণার কথা আর মনে থাকে না, এই আনন্দে যে, জগতে একটি মানুষ জন্মেছে। [২২] তেমনি
তোমরাও এখন মনে কষ্ট পাচ্ছ, কিন্তু আমি তোমাদের আবার দেখব, এবং তোমাদের হৃদয়
আনন্দিত হবে, আর তোমাদের সেই আনন্দ কেউ তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। [২৩]
সেদিন তোমরা আমাকে আর অনুরোধ করবে না।
আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, পিতার কাছে তোমরা যদি কিছু যাচনা কর, তিনি আমার
নামে তোমাদের তা-ই দেবেন। [২৪] এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচনা করনি; যাচনা কর,
তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হতে পারে।
[২৫] আমি তোমাদের এই সমস্ত কথা রূপকের মধ্য দিয়েই বললাম; সেই ক্ষণ আসছে, যখন
রূপকের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে আর কথা বলব না, স্পষ্টভাবেই আমি পিতার বিষয় তোমাদের
জানাব। [২৬] সেদিন তোমরা আমার নামে যাচনা করবে, আর আমি যে তোমাদের জন্য পিতাকে
অনুরোধ করব, একথা তোমাদের বলছি না; [২৭] কেননা পিতা নিজেই তোমাদের ভালবাসেন,
যেহেতু তোমরা আমাকে ভালবেসেছ, ও বিশ্বাস করেছ যে, আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি। [২৮]
আমি পিতার কাছ থেকে এসেছি এবং জগতের কাছে এসেছি; আবার জগৎকে ত্যাগ করছি এবং
পিতার কাছে যাচ্ছি।’ [২৯] তাঁর শিষ্যেরা বললেন, ‘এই যে এখন আপনি স্পষ্টভাবেই কথা বলছেন,
কোন রূপক ব্যবহার করছেন না! [৩০] এখন আমরা জানি যে, আপনি সবই জানেন ও কারও প্রশ্নের
অপেক্ষায় থাকা আপনার দরকার হয় না। এতেই আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি ঈশ্বরের কাছ
থেকে এসেছেন।’ [৩১] যীশু তাঁদের উত্তর দিলেন, ‘তোমরা কি এখন বিশ্বাস করছ? [৩২] দেখ, সেই ক্ষণ
আসছে, এমনকি তা এসেই গেছে, যখন তোমরা প্রত্যেকে যে যার পথে ছড়িয়ে পড়বে আর আমাকে
একাই রেখে যাবে। আমি কিন্তু একা নই, কারণ পিতা আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।
[৩৩] আমি এই সমস্ত কথা তোমাদের বলেছি, তোমরা যেন আমাতে শান্তি পেতে পার। এই জগতে
তোমাদের নানা ক্লেশ আছে, কিন্তু সাহস ধর, আমি জগৎকে জয় করেছি।’

বিদায় উপদেশ

যীশুর প্রার্থনা

১৭ এই সমস্ত কথা বলার পর যীশু স্বর্গের দিকে চোখ তুলে বললেন, ‘পিতা, সেই ক্ষণ এসেছে:

তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারেন, ২ কারণ তুমি তাঁকে
যাদের দিয়েছ, তাদের সকলকেই অনন্ত জীবন দান করার জন্য তুমি তাঁকে সমস্ত মর্তমানুষের উপর
অধিকার দিয়েছ। ৩ এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি
প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে জানবে। ৪ তুমি আমাকে যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলে,
তা সম্পন্ন করায় আমি পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি। ৫ পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার
কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত
কর।

৬ জগতের মধ্য থেকে যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই সকল মানুষের কাছে আমি তোমার নাম
প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল, তাদের তুমি আমাকেই দিয়েছ, আর তারা তোমার বাণী পালন
করেছে। ৭ তারা এখন জানে যে, তুমি আমাকে যা কিছু দিয়েছ, সবই তোমা থেকে এসেছে; ৮ কারণ
যে সমস্ত কথা তুমি আমাকে দিয়েছিলে, তা আমি তাদের দিয়েছি, আর তারা তা গ্রহণ করেছে, এবং
সত্যি জানে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এসেছি, এবং বিশ্বাসও করেছে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ
করেছ। ৯ আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করছি; জগতের জন্য প্রার্থনা করছি না, কিন্তু যাদের তুমি
আমাকে দিয়েছ, তাদেরই জন্য প্রার্থনা করছি, কারণ তারা তোমারই। ১০ যা কিছু আমার, তা সমস্তই
তোমার; এবং যা তোমার, তা আমার, এবং এইভাবেই আমি তাদের অন্তরে গৌরবান্বিত। ১১ আমি
এজগতে আর থাকছি না, তারা কিন্তু এজগতে থাকছে, আর আমি তোমার কাছে আসছি।

পবিত্রতম পিতা, তোমার যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে তাদের রক্ষা কর:
আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনি এক হয়। ১২ যতদিন আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম, তুমি যে
নাম আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে আমি তাদের রক্ষা করে এসেছি, তাদের নিরাপদে রেখেছি,
এবং সেই বিনাশ-পুত্র ছাড়া তাদের মধ্যে কেউই বিনষ্ট হয়নি, যেন শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হয়। ১৩ কিন্তু
আমি এখন তোমার কাছে আসছি; এবং জগতে থাকতেই এই সমস্ত কথা বলছি যেন তারা আমার
আনন্দ পরিপূর্ণভাবে নিজেদের অন্তরে পেতে পারে। ১৪ আমি তাদের তোমার বাণী দিয়েছি, আর
জগৎ তাদের ঘৃণা করল, কেননা তারা জগতের নয়, আমিও যেমন জগতের নই। ১৫ আমি তো
এমন প্রার্থনা করছি না, তুমি যেন জগতের মধ্য থেকে তাদের তুলে নাও, কিন্তু তুমি যেন সেই
ধূর্তজনের হাত থেকে তাদের রক্ষা কর। ১৬ তারা তো জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই।

১৭ সত্যে তাদের পবিত্রীকৃত কর, তোমার বাণীই সত্যস্বরূপ। ১৮ তুমি যেমন আমাকে জগতের
মধ্যে প্রেরণ করেছিলে, আমিও তেমনি তাদের জগতের মধ্যে প্রেরণ করলাম, ১৯ আর তাদেরই
খাতিরে আমি নিজেকে পবিত্রীকৃত করছি, তারাও যেন সত্যে পবিত্রীকৃত হতে পারে। ২০ আমি
প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার
প্রতি বিশ্বাস রাখবে, ২১ সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি
তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে, যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে,
তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে। ২২ তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি, তারা
যেন এক হয় আমরা যেমন এক: ২৩ আমি তাদের অন্তরে আর তুমি আমাতে, তারা যেন
পরিপূর্ণরূপেই এক হয়, যাতে জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ এবং আমাকে
যেমন ভালবেসেছ, তেমনি তাদেরও ভালবেসেছ।

[২৪] পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে
আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার সেই গৌরব দেখতে পায়, সেই যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছ;
কেননা জগৎপত্তনের আগেই তুমি আমাকে ভালবেসেছ। [২৫] হে ধর্মময় পিতা, জগৎ তোমাকে
জানেনি, কিন্তু আমি তোমাকে জেনেছি, এরাও জেনেছে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ। [২৬] আমি
তোমার নাম তাদের জানিয়েছি আর জানাতে থাকব; যে ভালবাসায় তুমি আমাকে ভালবেসেছ, সেই
ভালবাসা যেন তাদের অন্তরে থাকে, এবং আমিও যেন তাদের অন্তরে থাকি।'

যীশুকে গ্রেপ্তার

১৮ এই সমস্ত কথা বলার পর যীশু নিজের শিষ্যদের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে কেদ্রোন গিরিখাদের
ওপারে গেলেন; সেখানে একটা বাগান ছিল; তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা সেই বাগানে প্রবেশ করলেন।
[২] জায়গাটা বিশ্বাসঘাতক সেই যুদারও পরিচিত ছিল, কারণ যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে প্রায়ই সেখানে
মিলিত হতেন। [৩] যুদা সৈন্যদলকে এবং প্রধান যাজকদের ও ফরিসিদের কাছ থেকে জড় করা
অনুচারীদের সঙ্গে ক'রে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন; তাদের হাতে ছিল লণ্ঠন, মশাল আর নানা
অস্ত্র। [৪] নিজের কী কী ঘটবে, সে সমস্তই জেনে যীশু এগিয়ে এলেন ও তাদের বললেন, 'তোমরা
কাকে খুঁজছ?' [৫] তারা তাঁকে উত্তর দিল, 'নাজারেথীয় যীশুকে।' যীশু তাদের বললেন, 'আমিই সে।'
বিশ্বাসঘাতক যুদাও তাদের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। [৬] 'আমিই সে', তিনি তাদের এই কথা
বলামাত্র তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। [৭] তিনি তাদের আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা
কাকে খুঁজছ?' তারা বলল, 'নাজারেথীয় যীশুকে।' [৮] যীশু উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাদের বললাম
যে, আমিই সে। তোমরা যদি আমাকেই খুঁজছ, তবে এদের যেতে দাও।' [৯] এমনটি ঘটল, যীশু যে
কথা বলেছিলেন তা যেন পূর্ণ হয়: 'যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদের মধ্যে একজনকেও
হারাইনি।' [১০] সিমোন পিতরের একটা খড়্গ ছিল, তা বের করে তিনি তখন মহাযাজকের চাকরকে
আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন—চাকরের নাম ছিল মাল্কস। [১১] যীশু পিতরকে
বললেন, 'তোমার খড়্গ কোষে রেখে দাও; এই যে পাত্র পিতা আমাকে দিয়েছেন, আমি কি তা পান
করব না?'

যীশুকে বিচার

[১২] তাই সৈন্যদল ও তাদের সহস্রপতি এবং ইহুদীদের অনুচারীরা যীশুকে ধরে তাঁকে বেঁধে ফেলল
এবং [১৩] প্রথমে তাঁকে আন্নার কাছে নিয়ে গেল, কারণ তিনি ছিলেন ওই বছরের মহাযাজক
কাইয়াফার শ্বশুর। [১৪] এই কাইয়াফাই ইহুদীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, জনগণের জন্য মাত্র একটি
মানুষের মৃত্যু হওয়াই সুবিধাজনক।

[১৫] এদিকে সিমোন পিতর আর অন্য এক শিষ্য যীশুর অনুসরণ করেছিলেন; এই শিষ্য
মহাযাজকের পরিচিত ছিলেন বলে যীশুর সঙ্গে মহাযাজকের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন। [১৬] পিতর কিন্তু
বাইরে থেকে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাই মহাযাজকের পরিচিত ওই শিষ্য বেরিয়ে এসে
দ্বাররক্ষিকাকে বলে পিতরকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। [১৭] দ্বাররক্ষিকা দাসীটি পিতরকে বলল, 'তুমিও
কি ওই লোকটার শিষ্যদের একজন নও?' তিনি বললেন, 'না, আমি তো নই।' [১৮] চাকরেরা আর
অনুচারীরা শীতের জন্য কাঠকয়লার আগুন জ্বালিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে তাপ পোহাচ্ছিল। পিতরও

দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে আগুন পোহাচ্ছিলেন।
১৯ তখন মহাযাজক যীশুকে তাঁর শিষ্যদের বিষয় এবং তাঁর শিক্ষা বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ২০
যীশু তাঁকে উত্তর দিলেন, ‘আমি জগতের কাছে প্রকাশ্যেই কথা বলেছি, সবসময়ই সমাজগৃহে ও
মন্দিরে শিক্ষা দিয়েছি, যেখানে সকল ইহুদী সম্মিলিত হয়। গোপনে তো আমি কিছুই বলিনি। ২১
আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? যারা আমার কথা শুনেছে, তাদেরই জিজ্ঞাসা করুন; আমি তাদের
কী কী বলেছি, তারা তা জানে।’ ২২ তিনি একথা বললে সেখানে উপস্থিত প্রহরীদের একজন যীশুকে
চড় মেরে বলল, ‘মহাযাজককে এইভাবে উত্তর দিচ্ছ?’ ২৩ যীশু তাকে উত্তর দিলেন, ‘অন্যায় যদি
বলে থাকি, তবে অন্যায় কোথায়, তার সাক্ষ্য দাও; কিন্তু যদি ন্যায্য কথা বলে থাকি, তবে আমাকে
কেন মারছ?’ ২৪ আন্না তখন মহাযাজক কাইয়াফার কাছে তাঁকে বাঁধা অবস্থায় পাঠিয়ে দিলেন।
২৫ সেসময়ে সিমোন পিতর এমনি দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন। লোকে তাঁকে বলল, ‘তুমিও কি
ওর শিষ্যদের একজন নও?’ তিনি এই বলে তা অস্বীকার করলেন, ‘আমি নই।’ ২৬ মহাযাজকের
চাকরদের একজন—পিতর যার কান কেটে ফেলেছিলেন তারই এক আত্মীয়—তখন জিজ্ঞাসা
করল, ‘ওই বাগানে আমি কি তোমাকে ওর সঙ্গে দেখিনি?’ ২৭ পিতর আবার তা অস্বীকার করলেন,
আর তখনই মোরগ ডেকে উঠল।
২৮ পরে তাঁরা যীশুকে কাইয়াফার কাছ থেকে শাসক-ভবনে নিয়ে গেলেন। তখন ভোর হয়েছে।
তাঁরা নিজেরা শাসক-ভবনে প্রবেশ করলেন না, পাছে অশুচি হন, কিন্তু পাস্কাভোজে যেন বসতে
পারেন। ২৯ তাই পিলাত তাঁদের কাছে বেরিয়ে গিয়ে বললেন, ‘এই লোকের বিরুদ্ধে আপনাদের কী
অভিযোগ?’ ৩০ তাঁরা তাঁকে উত্তর দিলেন, ‘অপকর্মা না হলে ওকে আপনার হাতে তুলে দিতাম না।’
৩১ পিলাত তাঁদের বললেন, ‘আপনারাই ওকে নিয়ে যান ও আপনাদের বিধানমতে ওর বিচার
করুন।’ ইহুদীরা তাঁকে বললেন, ‘আমাদের পক্ষে কারও প্রাণদণ্ড দেওয়া বিধেয় নয়।’ ৩২ এমনটি
ঘটল, নিজের যে কীভাবে মৃত্যু হবে, সেবিষয়ে যীশু যা বলেছিলেন, তাঁর সেই কথা যেন পূর্ণ হতে
পারে।
৩৩ তখন পিলাত আবার শাসক-ভবনে প্রবেশ করে যীশুকে কাছে ডেকে বললেন, ‘তুমি কি
ইহুদীদের রাজা?’ ৩৪ যীশু উত্তর দিলেন, ‘আপনি কি নিজে থেকেই একথা বলছেন, না অন্যেরা
আমার বিষয়ে আপনাকে বলেছে?’ ৩৫ পিলাত উত্তর দিলেন, ‘আমি কি ইহুদী? তোমার স্বজাতিরা ও
প্রধান যাজকেরাই তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন—তুমি কী করেছ?’ ৩৬ যীশু উত্তর দিলেন,
‘আমার রাজ্য ইহলোকের নয়। যদি আমার রাজ্য ইহলোকের হত, তাহলে ইহুদীদের হাতে আমাকে
যেন তুলে দেওয়া না হয়, তার জন্য আমার লোকজন লড়াই করত; কিন্তু, না, আমার রাজ্য
ইহলোকের নয়।’ ৩৭ পিলাত তাঁকে বললেন, ‘তাহলে তুমি কি একজন রাজা?’ যীশু উত্তর দিলেন,
‘আপনিই তো বলছেন, আমি রাজা। সত্যের বিষয়ে যেন সাক্ষ্য দিতে পারি, এজন্যই আমি জন্মেছি,
এজন্যই জগতে এসেছি। যে কেউ সত্যের মানুষ, সে আমার কথায় কান দেয়।’ ৩৮ পিলাত তাঁকে
বললেন, ‘সত্য! তা আবার কী?’
একথা বলার পর তিনি আবার ইহুদীদের কাছে বেরিয়ে গিয়ে বললেন, ‘ওর মধ্যে কোন অপরাধ
আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ৩৯ আপনাদের জন্য কিন্তু একটা প্রথা আছে যে, পাস্কা উপলক্ষে আমি
আপনাদের জন্য একজনকে মুক্ত করে দিই। তবে আপনারা কি চান যে, আমি ইহুদীদের রাজাকে

আপনাদের জন্য মুক্ত করে দিই?' [৪০] তাঁরা আবার চিৎকার করে বললেন, 'একে নয়,
বারাব্বাসকে।'—বারাব্বাস ছিল এক দস্যু!
১৯ তখন পিলাত যীশুকে নিয়ে গিয়ে কশাঘাত করালেন। [২] এবং সৈন্যেরা কাঁটা দিয়ে একটা মুকুট
গেঁথে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল, ও তাঁর গায়ে বেগুনি রঙের একটা চাদর দিল; [৩] তাঁর সামনে এসে
তারা বলছিল, 'মঙ্গল হোক, ইহুদীরাজ!' আর তাঁকে চড় দিতে লাগল।
[৪] পিলাত আবার বেরিয়ে গিয়ে তাদের বললেন, 'দেখ, ওকে তোমাদের কাছে বের করে আনছি,
তোমরা যেন জানতে পার যে, আমি ওর মধ্যে কোনও অপরাধ খুঁজে পাচ্ছি না।' [৫] তাই যীশু বেরিয়ে
এলেন—সেই কাঁটার মুকুট আর বেগুনি রঙের চাদর পরিবৃত হয়ে। পিলাত তাদের বললেন, 'এই
সেই মানুষটি!' [৬] প্রধান যাজকেরা ও প্রহরীরা তাঁকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলল, 'ক্রুশে দাও,
ক্রুশে দাও!' পিলাত তাদের বললেন, 'তোমরা নিজেরা ওকে নিয়ে যাও ও ক্রুশে দাও, কেননা আমি
ওর মধ্যে কোন অপরাধ খুঁজে পাচ্ছি না।' [৭] ইহুদীরা তাঁকে উত্তর দিল, 'আমাদের এক বিধান আছে,
আর সেই বিধান অনুসারে ওর মৃত্যু হওয়া উচিত, কেননা সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র করে তুলেছে।'
[৮] একথা শুনে পিলাত আরও ভীত হলেন। [৯] শাসক-ভবনে আবার প্রবেশ করে তিনি যীশুকে
বললেন, 'তুমি কোথাকার মানুষ?' কিন্তু যীশু তাঁকে কোনও উত্তর দিলেন না। [১০] তাই পিলাত তাঁকে
বললেন, 'আমার সঙ্গে কথা বলছ না? তুমি কি জান না, তোমাকে মুক্তি দেওয়ার অধিকার আমার
আছে, আবার তোমাকে ক্রুশে দেওয়ার অধিকারও আমার আছে?' [১১] যীশু উত্তর দিলেন, 'আমার
উপর আপনার কোনও অধিকারই থাকত না, ঊর্ধ্বলোক থেকে যদি না আপনাকে দেওয়া হত। তাই
আমাকে যে আপনার হাতে তুলে দিয়েছে, তারই পাপ আরও গুরুতর।' [১২] ফলত পিলাত তাঁকে মুক্তি
দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু ইহুদীরা চিৎকার করে বললেন, 'ওকে যদি মুক্তি দেন, তাহলে
আপনি সীজারের বন্ধু নন। যে কেউ নিজেকে রাজা করে তোলে, সে সীজারের বিরোধিতা করে।'
[১৩] একথা শুনে পিলাত যীশুকে বাইরে নিয়ে এলেন আর শাণের চাতাল—হিব্রু ভাষায়
গাব্বাথা—নামে স্থানে এক মঞ্চে আসন নিলেন। [১৪] সে দিনটি ছিল পাস্কার প্রস্তুতি-দিবস, সময় প্রায়
দুপুর বারোটা। তিনি ইহুদীদের বললেন, 'এই যে তোমাদের রাজা!' [১৫] তারা চিৎকার করে বলল,
'দূর কর, দূর কর, ওকে ক্রুশে দাও!' পিলাত তাদের বললেন, 'আমি কি তোমাদের রাজাকে ক্রুশে
দেব?' প্রধান যাজকেরা উত্তর দিলেন, 'সীজার ছাড়া আমাদের কোনও রাজা নেই।' [১৬] তিনি তখন
ক্রুশে দেওয়ার জন্য তাঁকে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন।

যীশুর গৌরবের ক্ষণ

ক্রুশে উত্তোলিত যীশু

যীশুর মৃত্যু

তাই তাঁরা যীশুকে নিলেন, [১৭] আর তিনি নিজের ক্রুশ নিজে বহন করে বেরিয়ে পড়লেন খুলিতলা
নামে স্থানে—হিব্রু ভাষায় যার নাম গলগথা। [১৮] সেখানে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল, আর তাঁর সঙ্গে
অন্য দু'জনকে—দু'জনকে দু'পাশে, কিন্তু যীশুকেই মাঝখানে। [১৯] পিলাত একটা দোষনামাও
লিখিয়ে রেখেছিলেন, তারা তা ক্রুশের উপরে লাগিয়ে দিল; তাতে লেখা ছিল, 'যীশু - নাজারেথীয়
- ইহুদীদের রাজা।' [২০] বহু ইহুদী ওই দোষনামাটা পড়ল, যেহেতু যেখানে যীশুকে ক্রুশে দেওয়া

হয়েছিল, স্থানটি ছিল শহরের কাছাকাছি, আর কথাগুলো হিব্রু, লাতিন ও গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল।
২১ তখন ইহুদীদের প্রধান যাজকেরা পিলাতকে বললেন, ‘আপনি ইহুদীদের রাজা লিখবেন না, বরং
লিখুন, লোকটা বলেছে, আমি ইহুদীদের রাজা।’ ২২ পিলাত উত্তর দিলেন, ‘যা লিখেছি, লিখেছি।’
২৩ যীশুকে ক্রুশে দেবার পর সৈন্যেরা তাঁর জামাকাপড় নিয়ে চার ভাগ করল, প্রত্যেক সৈন্যের
জন্য এক একটা ভাগ; ভিতরের জামাটাও তারা নিল, কিন্তু জামায় কোন সেলাই ছিল না, উপর
থেকে সমস্তই একটানা বোনা ছিল। ২৪ তাই তারা একে অপরকে বলল, ‘এটা ছিঁড়ব না; এসো,
গুলিবাঁট করে দেখি, কার্ ভাগে পড়ে।’ এমনটি ঘটল যেন শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হয়,

ওরা নিজেদের মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করে নিল,
আমার পোশাক নিয়ে গুলিবাঁট করল।

তাই সৈন্যেরা সেইমত করল; ২৫ কিন্তু ক্রুশের ধারে দাঁড়িয়ে যীশুর মা এবং তাঁর মায়ের বোন,
ক্লোপাসের স্ত্রী মারীয়া আর মাগদালার মারীয়া ছিলেন। ২৬ নিজের মাকে ও তাঁর পাশে যে শিষ্যকে
তিনি ভালবাসতেন তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যীশু মাকে বললেন, ‘নারী, ওই দেখ, তোমার
ছেলে।’ ২৭ তারপর তিনি শিষ্যটিকে বললেন, ‘ওই দেখ, তোমার মা।’ আর সেই ক্ষণ থেকে শিষ্যটি
তাঁকে নিজের ঘরে গ্রহণ করে নিলেন।
২৮ তারপর যীশু, সমস্তই এখন সিদ্ধিলাভ করেছে জেনে, শাস্ত্রবাণী যেন সিদ্ধিলাভ করে এজন্য
বললেন, ‘আমার তেষ্টা পেয়েছে।’ ২৯ সেখানে সির্কায় ভরা একটা পাত্র ছিল; তাই তারা সির্কায়
ভেজানো একটা স্পঞ্জ একটা হিসোপ-ডাঁটার আগায় লাগিয়ে তাঁর মুখের কাছে ধরল। ৩০ সির্কা গ্রহণ
করে যীশু বললেন, ‘সিদ্ধি হয়েছে’ এবং মাথা নত করে আত্মা সঁপে দিলেন।
৩১ সেই দিনটি প্রস্তুতি-দিবস ছিল বিধায়, যেন দেহগুলি সাব্বাৎ দিনে ক্রুশে না থেকে যায়,—সেই
সাব্বাৎ তো মহা একটা দিবস ছিল,—ইহুদীরা পিলাতের কাছে আবেদন জানাল, তিনজনের পা
ভেঙে দিয়ে তাদের যেন তুলে নেওয়া হয়। ৩২ তাই সৈন্যেরা এল, এবং যীশুর সঙ্গে যাদের ক্রুশে
দেওয়া হয়েছিল, প্রথম আর দ্বিতীয়জনের পা ভেঙে দিল। ৩৩ কিন্তু যীশুর কাছে এসে যখন দেখল,
ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তখন তারা তাঁর পা আর ভাঙল না। ৩৪ কিন্তু সৈন্যদের একজন তাঁর
বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল আর তখনই নিঃসৃত হল রক্ত আর জল। ৩৫ এবিষয়ে, স্বচক্ষে
যিনি দেখেছেন, তিনিই সাক্ষ্য দিয়েছেন, আর তাঁর সাক্ষ্য যথার্থ, এবং তিনি জানেন, তাঁর কথা
সত্য, যেন তোমরাও বিশ্বাস করতে পার। ৩৬ কেননা এ সমস্ত ঘটেছিল যেন শাস্ত্রবাণী পূর্ণতা লাভ
করে: *তাঁর একটা হাড়ও ভগ্ন হবে না।* ৩৭ আর একটি শাস্ত্রবচন আছে, *যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে,*
তাঁরই দিকে তারা চেয়ে থাকবে!

যীশুকে সমাধিদান

৩৮ এর পরে আরিমাথেয়ার যোসেফ—তিনি যীশুর শিষ্য ছিলেন, কিন্তু ইহুদীদের ভয়ে গোপন
শিষ্য—যীশুর দেহটি নিয়ে যাবার জন্য পিলাতের কাছে আবেদন জানালেন। পিলাত অনুমতি
দিলেন। তাই তিনি এসে দেহটিকে নিয়ে গেলেন। ৩৯ সেই নিকোদেমও এলেন, যিনি যীশুর কাছে
প্রথমে রাতের বেলায় গিয়েছিলেন; তিনি প্রায় তেত্রিশ কিলো গন্ধনির্যাস-মেশানো অগুরু নিয়ে
এলেন। ৪০ তাঁরা যীশুর দেহ নিয়ে ইহুদীদের সমাধি-প্রথা অনুসারে সেই গন্ধদ্রব্য-মেশানো

ক্ষোম-কাপড়ের ফালি দিয়ে তা জড়িয়ে নিলেন। ৪১ যে স্থানে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে
ছিল একটা বাগান, আর বাগানের মধ্যে একটা নতুন সমাধিগুহা যেখানে আগে কারও সমাধি
দেওয়া হয়নি। ৪২ সেই দিনটি ইহুদীদের পর্বের প্রস্তুতি-দিবস ছিল বিধায় সমাধিগুহাটা কাছাকাছি
হওয়ায় তাঁরা যীশুকে সেইখানে শুইয়ে রাখলেন।

সমাধিস্থানে উপস্থিত শিষ্যেরা

২০ সপ্তাহের প্রথম দিন সকালের দিকে, অন্ধকার থাকতেই মাগদালার মারীয়া যীশুর সমাধিগুহায়
এলেন। তিনি দেখতে পেলেন, সমাধিগুহা থেকে পাথরখানা সরানো হয়েছে। ২ তাই তিনি দৌড়ে
গেলেন সিমোন পিতর আর সেই অন্য শিষ্যের কাছে যাঁকে যীশু ভালবাসতেন। তাঁদের তিনি
বললেন, 'তারা প্রভুকে কবর থেকে নিয়ে গেছে, আর আমরা জানি না, তাঁকে কোথায় রেখেছে।' ৩
তাই পিতর ও অন্য শিষ্যটি বেরিয়ে পড়ে সমাধিগুহার দিকে রওনা হলেন। ৪ দু'জনে একসঙ্গে
দৌড়তে লাগলেন, কিন্তু দ্বিতীয় শিষ্যটি পিতরের চেয়ে দ্রুত ছুটে তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন আর
সমাধিগুহায় আগে পৌঁছলেন; ৫ নিচু হয়ে তিনি ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলেন, ক্ষোম-কাপড়ের
সেই ফালিগুলো সেখানে পড়ে রয়েছে, তবুও তিনি ভিতরে ঢুকলেন না। ৬ তাঁর পিছু পিছু সিমোন
পিতরও তখন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, এবং সমাধিগুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন,
ফালিগুলো পড়ে রয়েছে, ৭ আর যে রুমালটা যীশুর মাথার উপর ছিল, সেটা ফালিগুলির সঙ্গে নয়,
আলাদা ভাবে অন্য এক স্থানে রয়েছে, গোটানো অবস্থায়। ৮ তখন যে অন্য শিষ্যটি সমাধিগুহায়
প্রথম এসেছিলেন, তিনিও ভিতরে গেলেন: তিনি দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন। ৯ কেননা মৃতদের
মধ্য থেকে তাঁকে যে পুনরুত্থান করতে হবে, শাস্ত্রের এই বচনটি তাঁরা তখনও জানতেন না। ১০
পরে শিষ্যেরা ঘরে ফিরে গেলেন।

মাগদালার মারীয়াকে যীশুর দর্শনদান

১১ মারীয়া কিন্তু সমাধিগুহার কাছে বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি নিচু হয়ে
সমাধিগুহার ভিতরে তাকিয়ে দেখলেন; ১২ দেখতে পেলেন, যীশুর দেহ যেখানে শুইয়ে রাখা ছিল,
সেখানে সাদা পোশাক-পরা দু'জন স্বর্গদূত বসে আছেন, একজন মাথার দিকে, আর একজন পায়ের
দিকে। ১৩ তাঁরা তাঁকে বললেন, 'নারী, কেন কাঁদছ?' তিনি তাঁদের বললেন, 'কারণ ওরা আমার
প্রভুকে তুলে নিয়ে গেছে, আর তাঁকে কোথায় রেখেছে জানি না।' ১৪ একথা বলতে বলতে তিনি
পিছনের দিকে ফিরলেন, আর দেখতে পেলেন, যীশু দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু মারীয়া জানতেন না যে,
উনিই যীশু। ১৫ যীশু তাঁকে বললেন, 'নারী, কেন কাঁদছ? কাকে খুঁজছ?' তাঁকে বাগানের মালী মনে
করে মারীয়া বললেন, 'মহাশয়, আপনি যদি তাঁকে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে আমাকে
বলুন তাঁকে কোথায় রেখেছেন, আর আমি তাঁকে নিয়ে যাব।' ১৬ যীশু তাঁকে বললেন, 'মারীয়া!'
ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁকে হিব্রু ভাষায় বললেন, 'রাব্বুনি', যার অর্থ 'গুরু'। ১৭ যীশু তাঁকে বললেন,
'আমাকে আঁকড়ে ধরো না, কেননা আমি পিতার কাছে এখনও আরোহণ করিনি, বরং আমার
ভাইদের গিয়ে বল, আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার
ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর।' ১৮ মাগদালার মারীয়া শিষ্যদের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন: 'আমি
প্রভুকে দেখেছি!' এবং তাঁদের বললেন যে, তিনি তাঁকে এই সমস্ত কথা বলেছিলেন।

শিষ্যদের কাছে যীশুর দর্শনদান

১৯ সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যাবেলায়, শিষ্যেরা যেখানে ছিলেন, ইহুদীদের ভয়ে
সেখানকার সমস্ত দরজা বন্ধ থাকতেই যীশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি
তাঁদের বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক!' ২০ এবং এই কথা বলে তিনি নিজের দু'হাত আর নিজের
পাশটি তাঁদের দেখালেন। প্রভুকে দেখে শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। ২১ যীশু তাঁদের আবার বললেন,
'তোমাদের শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি।'
২২ এবং একথা বলার পর তিনি তাঁদের উপরে ফুঁ দিলেন, ও তাঁদের বললেন, 'পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ
কর। ২৩ তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা
ধরে রাখা থাকবে।'

২৪ যীশু যখন এসেছিলেন, বারোজনের অন্যতম টমাস—যমজ বলে যিনি পরিচিত—তিনি তখন
তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। ২৫ তাই অন্য শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'আমরা প্রভুকে দেখেছি।' কিন্তু
তিনি তাঁদের বললেন, 'তাঁর দু'টো হাতে যদি পেরেকের দাগ না দেখি, ও পেরেকের স্থানে যদি
আমার আঙুল না রাখি, আর তাঁর বুকের পাশটিতে যদি আমার হাত দিতে না পারি, তবে আমি
বিশ্বাস করব না।'

২৬ আট দিন পর তাঁর শিষ্যেরা আবার ঘরে ছিলেন, টমাসও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত দরজা
বন্ধ ছিল, কিন্তু যীশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের শান্তি
হোক!' ২৭ পরে টমাসকে বললেন, 'তোমার আঙুলটা এখানে রাখ, আর আমার হাত দু'টো দেখ;
তোমার হাত বাড়াও, আমার বুকের পাশটিতে তা দাও। অবিশ্বাসী হয়ো না, বিশ্বাসীই হও।' ২৮
টমাস তাঁকে উত্তর দিলেন, 'প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!' ২৯ যীশু তাঁকে বললেন, 'আমাকে দেখেছ
বলেই তুমি বিশ্বাস করছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী।'

৩০ যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও বহু চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন এই পুস্তকে যেগুলোর উল্লেখ
নেই। ৩১ তবে এগুলো লেখা হয়েছে যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র,
এবং বিশ্বাস করে যেন তোমরা তাঁর নামে জীবন পেতে পার।

তিবেরিয়াস সাগরের তীরে যীশুর দর্শনদান

২১ পরবর্তীকালে যীশু শিষ্যদের কাছে আর একবার আত্মপ্রকাশ করলেন, তিবেরিয়াস সাগরের
তীরে। তিনি এভাবেই আত্মপ্রকাশ করলেন: ২ সিমোন পিতর, যমজ বলে পরিচিত টমাস,
গালিলেয়ার কানা গ্রামের নাথানায়েল, জেবেদের ছেলেরা ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্য দু'জন
একসঙ্গে ছিলেন। ৩ সিমোন পিতর তাঁদের বললেন, 'আমি মাছ ধরতে যাব।' তাঁরা তাঁকে বললেন,
'আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।' তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও নৌকায় উঠলেন। কিন্তু সেই রাতে কিছুই
ধরতে পারলেন না।

৪ তখন সবে ভোর হয়েছে, এমন সময়ে সাগর-তীরে যীশু দাঁড়িয়ে আছেন। তবু শিষ্যেরা বুঝতে
পারলেন না যে, তিনি যীশু। ৫ যীশু তাঁদের বললেন, 'বৎস, তোমরা কিছু ধরেছ কি?' তাঁরা তাঁকে
উত্তর দিলেন, 'না।' ৬ তিনি তাঁদের বললেন, 'নৌকার ডান দিকে জাল ফেল, মাছ পাবে।' তাই
তাঁরা জাল ফেললেন এবং প্রচুর মাছের কারণে জালটা আর টেনে তুলতে পারছিলেন না। ৭ যে

শিষ্যকে যীশু ভালবাসতেন, তিনি পিতরকে বললেন, 'উনি প্রভু!' সিমোন পিতর যখন শুনলেন যে, উনি প্রভু, তখন গায়ে কাপড় জড়ালেন—তিনি তো খালি গায়ে ছিলেন—আর সাগরে ঝাঁপ দিলেন। ৮ কিন্তু অন্যান্য শিষ্যেরা নৌকায় করে এলেন মাছে ভরা জালটা টানতে টানতে; ডাঙা থেকে তাঁরা দূরে ছিলেন না, আনুমানিক দু'শো হাত।

৯ ডাঙায় উঠলে তাঁরা দেখলেন, সেখানে কাঠকয়লার আগুন, তার উপর চাপানো কয়েকটা মাছ, পাশে কিছু রুটি। ১০ যীশু তাঁদের বললেন, 'যে মাছ তোমরা এইমাত্র ধরেছ, তার কয়েকটা নিয়ে এসো।' ১১ তাই সিমোন পিতর নৌকায় উঠে জালটা ডাঙায় টেনে তুললেন: জাল একশ' তিপ্পান্নটা বড় বড় মাছে ভরা ছিল, অথচ এত মাছেও জালটা ছিঁড়ল না। ১২ যীশু তাঁদের বললেন: 'এসো, খেতে বস।' শিষ্যদের মধ্যে কেউই তাঁকে জিজ্ঞাসা করার সাহস পাচ্ছিলেন না, 'আপনি কে?' কারণ তাঁরা জানতেন যে, তিনি প্রভু।

১৩ যীশু কাছে এগিয়ে এলেন, এবং রুটি নিয়ে তাদের দিলেন, মাছও সেইভাবে দিলেন। ১৪ মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার পর এ-ই হয়েছিল যীশুর তৃতীয় আত্মপ্রকাশ।

যীশু ও পিতর

১৫ তাঁরা খাওয়া শেষ করলে পর যীশু সিমোন পিতরকে বললেন, 'যোহনের ছেলে সিমোন, এদের চেয়ে তুমি আমাকে কি বেশি ভালবাস?' তিনি তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' যীশু তাঁকে বললেন, 'আমার মেষশাবকদের যত্ন নাও।' ১৬ দ্বিতীয়বার তিনি পুনরায় তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?' তিনি তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার মেষগুলি পালন কর।' ১৭ তৃতীয়বার তিনি তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?' যীশু যে তৃতীয়বার 'তুমি কি আমাকে ভালবাস?' এই কথা তাঁকে বলেছিলেন, তাতে পিতর দুঃখ পেলেন; তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি সবই জানেন; আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' যীশু তাঁকে বললেন, 'আমার মেষগুলির যত্ন নাও। ১৮ আমি তোমাকে সত্যি সত্যি বলছি, তুমি যখন যুবক ছিলে, তখন তোমার যেখানে ইচ্ছে নিজেই কোমর বেঁধে চলাফেরা করতে; কিন্তু তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তোমার হাত দু'টো বাড়িয়ে দেবে, এবং অন্য একজন তোমার কোমর বেঁধে তোমার যেখানে ইচ্ছা নেই সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে।' ১৯ পিতর যে কী ধরনের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবেন, এই কথায় যীশু তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।'

প্রিয় শিষ্য ও তাঁর চিরস্থায়ী সাক্ষ্যদান

২০ ফিরে তাকিয়ে পিতর দেখলেন, যে শিষ্যকে যীশু ভালবাসতেন, সান্ধ্যভোজের সময়ে যীশুর বুকের দিকে মাথা কাত হয়ে যিনি বলেছিলেন, 'প্রভু, কে আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে?' তিনি তাঁদের পিছু পিছু আসছেন। ২১ তাঁকে দেখে পিতর যীশুকে বললেন, 'প্রভু, এর কী হবে?' ২২ যীশু তাঁকে বললেন, 'আমার যদি ইচ্ছা হয় যে, আমি না আসা পর্যন্ত সে থাকবে, তাতে তোমার কী? তুমি আমার অনুসরণ কর!' ২৩ তাই ভাইদের মধ্যে কথাটা রটে গেল যে, সেই শিষ্যের মৃত্যু হবে না; আসলে যীশু পিতরকে বলেননি: সেই শিষ্যের মৃত্যু হবে না, কিন্তু বলেছিলেন, 'আমার

যদি ইচ্ছা হয় যে, আমি না আসা পর্যন্ত সে থাকবে, তাতে তোমার কী?’

[২৪] ইনিই সেই শিষ্য, যিনি এই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন ও তা লিপিবদ্ধ করেছেন; আর আমরা জানি, তাঁর সাক্ষ্য সত্য। [২৫] কিন্তু আরও অনেক কিছু আছে যা যীশু সাধন করলেন; প্রত্যেকটার কথা বিস্তারিত ভাবে লিখতে হলে আমি মনে করি না যে, তা-ই নিয়ে লেখা পুস্তকগুলো সমগ্র জগতেও ধরত।